হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

বোম্বেটে জাহাজ

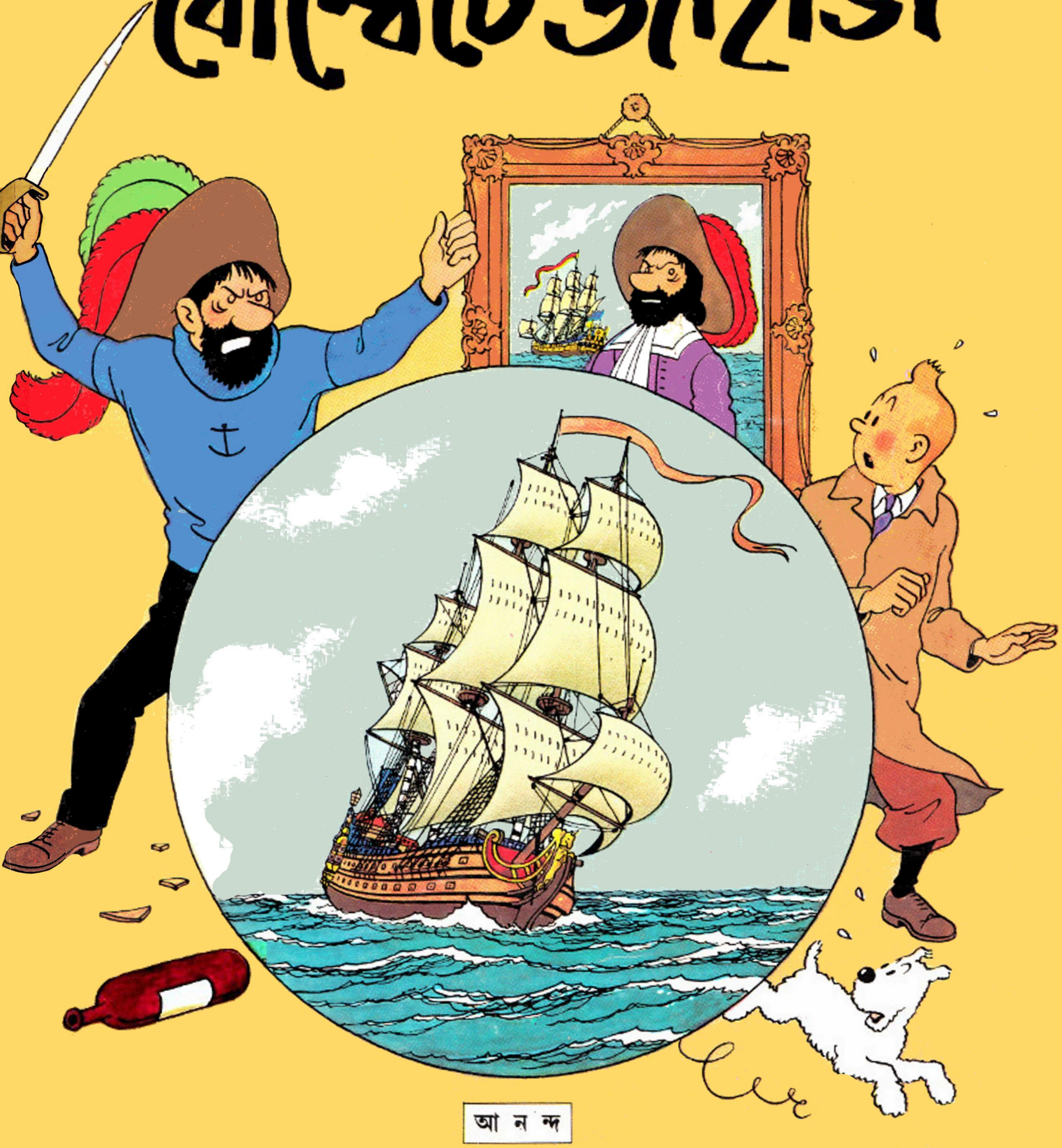

আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

বোম্বেটে জাহাজ

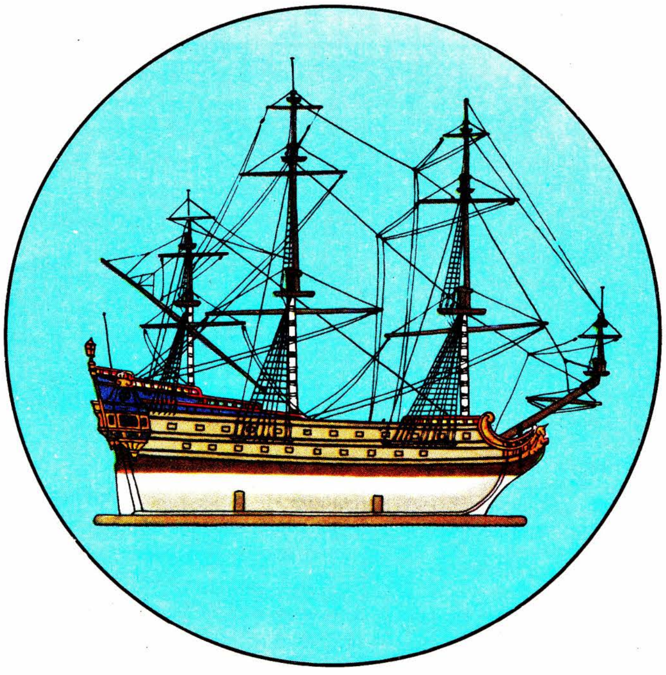

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ড্রুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমাঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্‌স, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।
© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান
© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

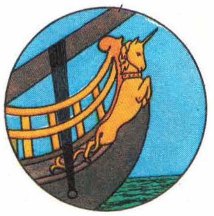

সংক্ষিপ্ত সংবাদ ॥
চুরি-ডাকাতির ঘটনা ইদানীং ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। পকেটমারদের দুঃসাহসের তো তুলনাই মেলে না। এর পিছনে একটা সুসংগঠিত দল থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। শোনা যাচ্ছে, পকেটমারদের শায়েস্তা করবার জন্য পুলিশ এখন দারুণ তৎপর।
চারদিকে নজর রাখো। ব্যাটাদের ধরাই চাই।
বাজার থেকে শুরু করলে কেমন হয়? টিনটিন বলেছিল, ওইদিকেই থাকবে।
বেশ তো চলো।
আরে, জনসন আর রনসন!
কী খবর? ভালো?
আরে, টিনটিন যে!
টিনটিন যে!
এদিকে এসেছেন কেন?
ওঃ সে-কথা বলা যাবে না! মানে...পকেটমার!
ইতিমধ্যে শস্তায় এই ছড়ি পেয়ে গেলাম।
কত করে হে?
আট টাকায় ছটা।
না না, ছ টাকা নাও।
আচ্ছা, তবে সাত টাকা দিন।

দেখলে, দরাদরি করে কেমন শস্তায় কিনলাম।
?
আরে, মানিব্যাগ কোথায় গেল ?
বাড়িতে রেখে আসোনি তো ?
না না, পকেটমার হয়ে গেছে !
ছড়িগুলো ধরো, আমি দাম মেটাচ্ছি।
একটু সতর্ক হয়ে থাকবে, তা নয়, যত্তো সব...
?
আমার মানিব্যাগও হাওয়া !
দামটা তা হলে আমিই মেটাই।
ধন্যবাদ টিনটিন, কালই তোমার ধার শোধ করে দেব।
এই নাও !
যাই, থানায় গিয়ে বলিগে...
চোর ! চোর ! সুটকেশ নিয়ে পালাচ্ছে...

এত হই চই কীসের ?
হাতেনাতে দুটো চোর ধরেছে !
তোমরাও পুলিশের লোক ? চালাকির জায়গা পাওনি ?
কুট্টুস ! কুট্টুস !
এই তো আমি ।
জাহাজটা তো চমৎকার ! তাই না কুট্টুস ?
দারুণ সুন্দর দেখতে । ভাবছি এটা কিনে ক্যাপ্টেন হ্যাডককে উপহার দেব ।
কতয় হবে ?
এক পাউন্ড ! সেকেলে পাল-তোলা জাহাজ ঠিক এইরকম হত । চমৎকার কারিগরি, নিয়ে যান...
আধ পাউন্ড দেব !
ঠকা হয়ে যাচ্ছে... নেহাত আপনি বলেই আধ-পাউন্ডে দিলুম ।
কত দাম এই জাহাজের ?
এখুনি এটা এঁর কাছে বিক্রি হয়ে গেল, সার !
!
আপনি এটা বিক্রি করবেন ?
যাচ্চলে, আমি তো বিক্রি করব বলে কিনিনি...
দেখুন, আমি পুরনো জিনিস সংগ্রহ করি... আপনাকে ডবল দাম দিচ্ছি... এটা আমাকে দিন...
না না, আমি বিক্রি করব না ।
কত দাম এই জাহাজের ?

দেখুন, এটা আমার জিনিস, আমি বিক্রি করব না ।
পাঁচ পাউন্ড পেলেও না ।
দশ !
না !
কুড়ি !
তিরিশ !
দেখুন, এক বন্ধুকে এটা উপহার দেব বলে কিনেছি । দয়া করে আমাকে জ্বালাবেন না ।
ব্যাপার কী, হঠাৎ এটা কিনবার জন্যে খেপে গেল কেন ?
মিনিট কয়েক বাদে...
সত্যি চমৎকার দেখতে... ক্যাপ্টেন হ্যাডক খুব খুশি হবে ।
রিরিরিং...
নিশ্চয়, ক্যাপ্টেন...
মাপ করবেন...আমাকে আসতেই হল...
?
দেখুন, আমি একজন কালেকটর... জাহাজের এই মডেলটা আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, এটা...
অসম্ভব । বিক্রি করব না ।
বেশ তো, এর বদলে ঠিক এইরকম আর-একটা জাহাজ । যদি দিই ?
আরে মশাই, এটা আমি বেচব না, বাস্ ।
কিন্তু পরে আপনার মত তো পালটাতেও পারে । যদি পালটায়...
পালটাবে না ।
আমি আশা করব...
অসম্ভব !
দমাস
?

কী হল রে ?
কুট্টুস!এ কী করেছিস?
যাচ্চলে, মাস্তুলটা ভেঙেছে ।
তবে জোড়া লাগিয়ে নেওয়া যাবে ।
রিরিরিং
এবারে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ।
কী খবর ?
আরে এসো ক্যাপ্টেন, তোমাকেই চাইছিলুম ।
একটা জিনিস দেখিয়ে তোমাকে চমকে দেব ।
কী সুন্দর জাহাজ !
কিন্তু এ কী !
এই মডেলটা তুমি কোথায় পেলে ?
চোরাবাজারে কিনেছি... কেন ?
কেন ? সেই কথাই তো বলছি । কিন্তু বলে কি আর বোঝাতে পারব ?
তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গে এসো...
আশ্চর্য ! সত্যি আশ্চর্য ! তাজ্জব ব্যাপার

এবারে ভিতরে এসো...
এসে নিজের চোখে...
দ্যাখো !
এ তো তোমার ছবি !
না, আমার পূর্বপুরুষ সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের। তিনি দ্বিতীয় চার্লসের সময়কার মানুষ।
কিন্তু ওঁকে নয়, ছবির ভিতরকার জাহাজটাকে দ্যাখো।
আমার ঘরে যে জাহাজটা দেখেছ, ঠিক সেইরকম, তাই না ?
সেই কথাই তো বলছি। হুবহু একই জাহাজ।
নামও লেখা রয়েছে দেখছি...ইউনিকর্ন।
তাই বুঝি ? আমার চোখে পড়েনি।
দেখতে হবে,আমার-কেনা... জাহাজটার গায়েও নাম লেখা আছে কি না।
দাঁড়াও, বাড়ি থেকে জাহাজটা নিয়ে আসি।
কে জানে আমারটার নামও ইউনিকর্ন কি না...
দাঁড়াও, দেখা যাক্...
আরে, কোথায় গেল ?

রিরিরিরিং...
রিরিরিরিং...
রিরিরিং
হ্যাল্লো...হ্যাঁ...তোমার জাহাজটারও একই নাম তো ?...কী বললে ? ...চুরি গিয়েছে ?
হ্যাঁ চুরি গিয়েছে... কাউকে সন্দেহ করি কি না...মানে....পরে আবার ফোন করব...
একমাত্র এই লোকটাই নিতে পারে...
আইভান আইভানোভিচ
সাখারিন
সংগ্রাহক
২১ ইউক্যালিপটাস
অ্যাভিনিউ
দাঁড়াও, মিঃ সাখারিন, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি ।
এই তো সেই রাস্তা...
মনে হচ্ছে, আবার কোনও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ব !
রিরিরিং
21
আমি যে আসব, লোকটা তা নিশ্চয় ভাবতেও পারেনি ।
আরে আসুন ! আপনার কথাই ভাবছিলাম ।
!
আমার কথা ভাবছিলেন ? কেন ?
ভাবছিলাম আপনি নিশ্চয়
জাহাজটা আমাকে বিক্রি করবেন...
না...করব না !
কেন ? করবেন না- কেন ?
করা সম্ভব নয় । আমার জাহাজটা চুরি হয়ে গিয়েছে...
এখন বলুন, সেই চোরাই জাহাজ এখানে এল কী করে ?

এটা কেন চোরাই মাল হবে ? দশ বছর ধরে আমি এটার মালিক ।
অথচ মাত্র ঘণ্টা দুই আগেই আমার কাছ থেকে এটা আপনি কিনতে চাইছিলেন !
আরে, সেটা আর এটা এক নয় ! একরকম দেখতে, কিন্তু আলাদা ।
বটে ?
আমারটার মাস্তুল ভেঙে গিয়েছিল । দেখতে চাই, এটারও মাস্তুল ভাঙা কি না ।
আরে, ভাঙা তো নয় !
তবেই বুঝুন !
কী জানেন, দুটো ঠিক একরকম দেখতে বলেই তো আপনারটা আমি কিনতে চেয়েছিলুম...
আমাকে ক্ষমা করুন...ঠিক বুঝতে পারিনি...
তাতে কী আছে ! আপনারটা পেলে আমাকে জানাবেন ।
ভারী আশ্চর্য তো ! একই রকমের জাহাজ ! নামও এক ।
ক্যাপ্টেনকে সব জানানো দরকার !
লোক রয়েছে !
একটা টেলিফোন করতে কতক্ষণ লাগে রে বাবা !
চল্ রে ফিফি, বৃষ্টি ধরেছে, এবারে যাই ।
!

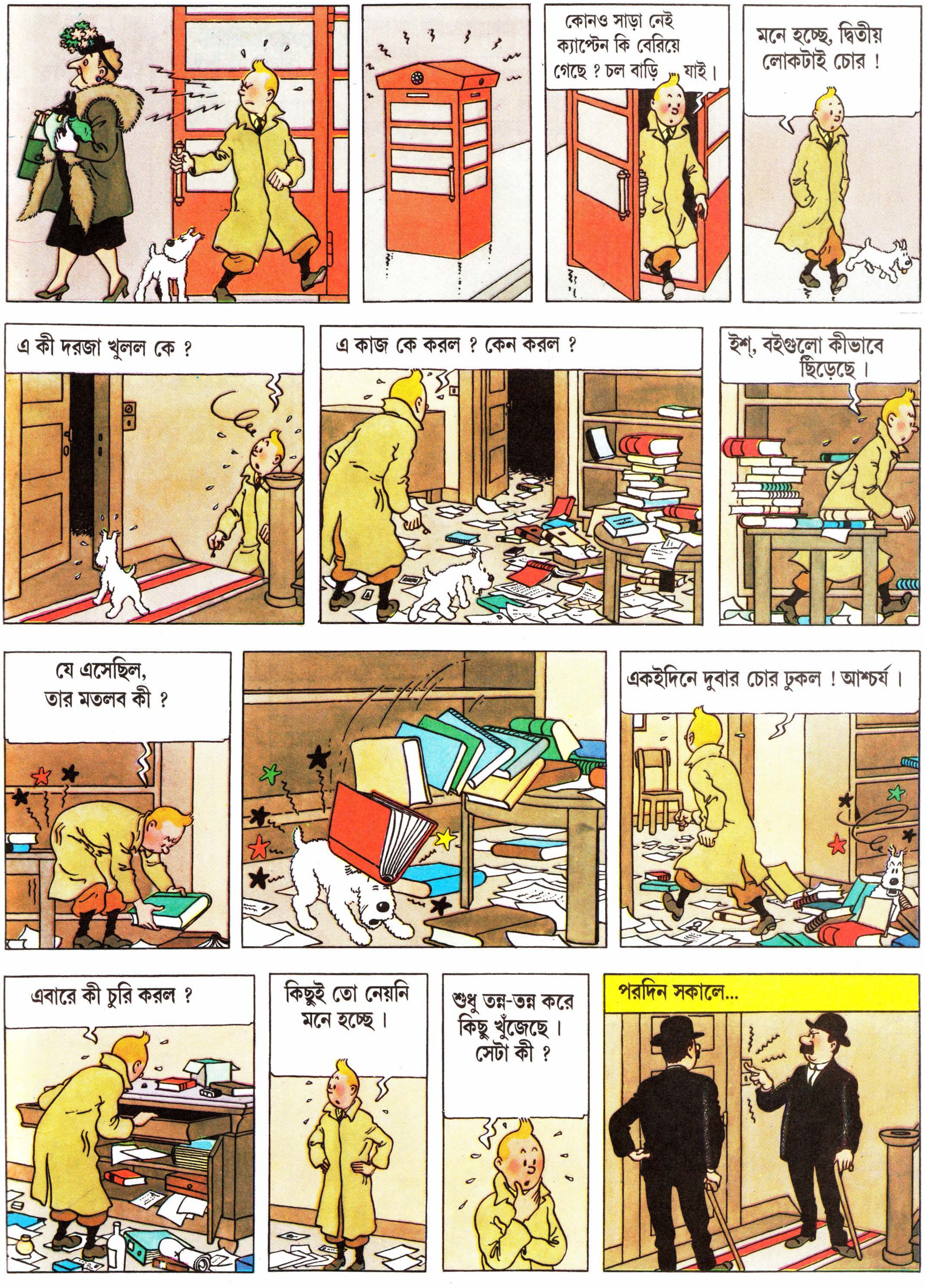
কোনও সাড়া নেই ক্যাপ্টেন কি বেরিয়ে গেছে ? চল বাড়ি যাই।
মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় লোকটাই চোর !
এ কী দরজা খুলল কে ?
এ কাজ কে করল ? কেন করল ?
ইশ, বইগুলো কীভাবে ছিঁড়েছে।
যে এসেছিল, তার মতলব কী ?
একইদিনে দুবার চোর ঢুকল ! আশ্চর্য।
এবারে কী চুরি করল ?
কিছুই তো নেয়নি মনে হচ্ছে।
শুধু তন্ন-তন্ন করে কিছু খুঁজেছে। সেটা কী ?
পরদিন সকালে...

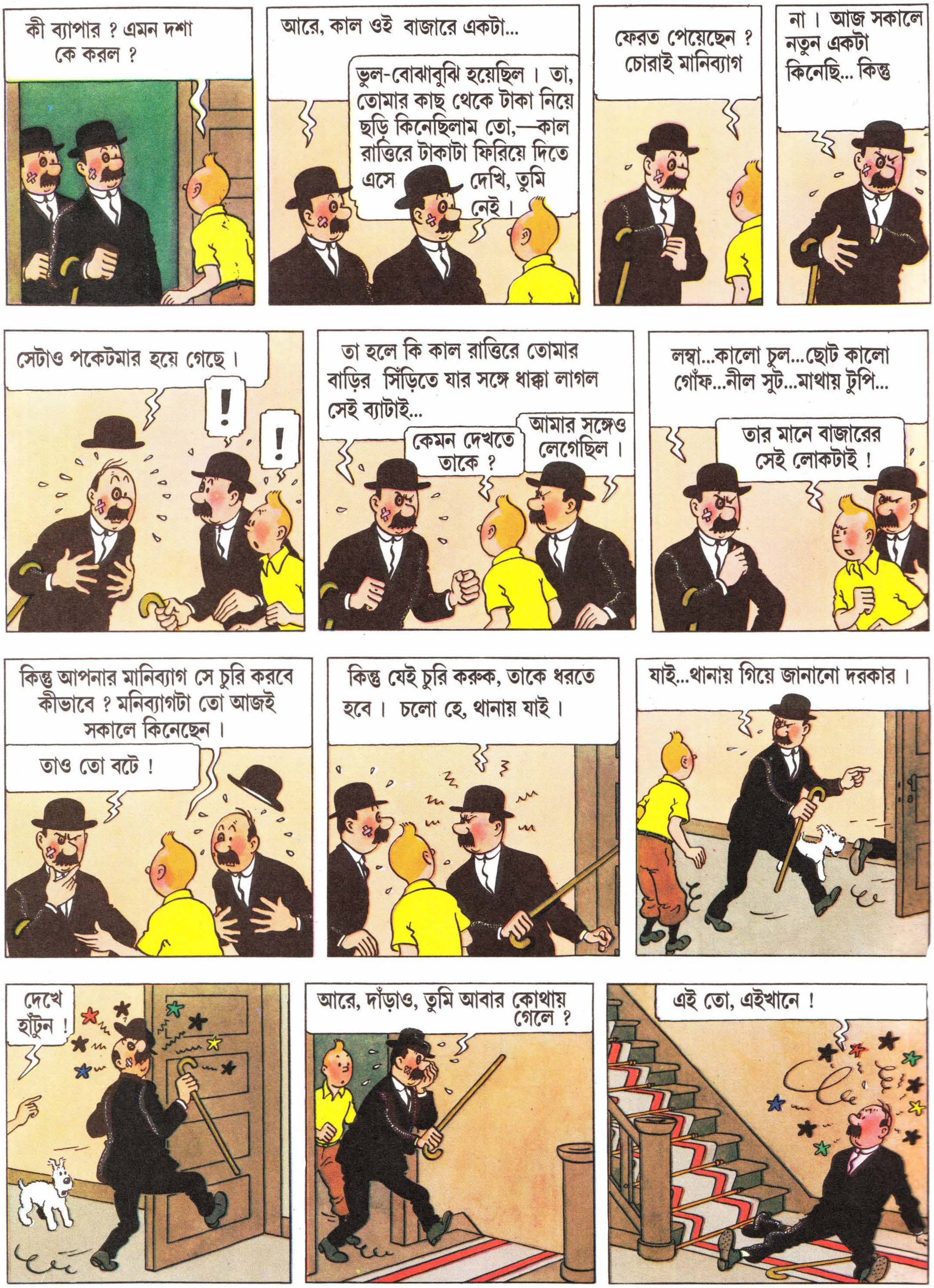
কী ব্যাপার ? এমন দশা কে করল ?
আরে, কাল ওই বাজারে একটা...
ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল । তা, তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছড়ি কিনেছিলাম তো,—কাল রাত্তিরে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে এসে দেখি, তুমি নেই ।
ফেরত পেয়েছেন ? চোরাই মানিব্যাগ
না । আজ সকালে নতুন একটা কিনেছি... কিন্তু
সেটাও পকেটমার হয়ে গেছে ।
!
!
তা হলে কি কাল রাত্তিরে তোমার বাড়ির সিঁড়িতে যার সঙ্গে ধাক্কা লাগল সেই ব্যাটাই...
কেমন দেখতে তাকে ?
আমার সঙ্গেও লেগেছিল ।
লম্বা...কালো চুল...ছোট কালো গোঁফ...নীল সুট...মাথায় টুপি...
তার মানে বাজারের সেই লোকটাই !
কিন্তু আপনার মানিব্যাগ সে চুরি করবে কীভাবে ? মনিব্যাগটা তো আজই সকালে কিনেছেন ।
তাও তো বটে !
কিন্তু যেই চুরি করুক, তাকে ধরতে হবে । চলো হে, থানায় যাই ।
যাই...থানায় গিয়ে জানানো দরকার ।
দেখে হাঁটুন !
আরে, দাঁড়াও, তুমি আবার কোথায় গেলে ?
এই তো, এইখানে !

উঃ, চোর-জুয়াচোর-পকেটমারদের জ্বালায় তো টেকাই দায় !
দেখি, কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তোলা যাক !
তুই আবার ওখানে কী খুঁজছিস কুট্টুস ?
কিছু পেলি ?
আরে, এই কাগজটা আবার কী ?
এ-কাগজ তো আমার নয় ? পড়ে দেখা যাক্ ।
আয় কুট্টুস ! পড়ে দেখি !
তিন ভাই... তিন জাহাজ...
দুপুর বেলায় যাত্রা... সূর্য পথ
বাতলায়... আলো থেকেই আসে
আলো... তাতেই আঁধার কাটে...
থগেন্দ্র ক্রস
কিন্তু এ-কাগজ এল কোত্থেকে ? দূর দূর, যত সব মাথামুণ্ডু !

বুঝেছি ! এই পাকানো কাগজ জাহাজের মাস্তুলে লুকোনো ছিল ! মাস্তুল ভাঙবার পরে এটা গড়িয়ে দেরাজের তলায় চলে যায় !
হুঁ...জাহাজটা যে চুরি করেছে, সে এই লুকোনো কাগজের কথাও জানত ! কাগজটা না-পেয়ে সে ভাবে, সেটা আমি সরিয়ে রেখেছি । তা হলে তারই খোঁজে সে আবার এখানে এসেছিল !
টিনটিন, তুমি দেখছি পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠলে !
কিন্তু চোর এই কাগজের টুকরোটা পেতে চাইছে কেন ? কী আছে এর মধ্যে ?
হুঁ, পেয়েছি ! যা ভেবেছি, তাই !
চল্ কুট্টুস, ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া যাক !
কেন, আবার কী হল ?
গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছি ! চল্ চল্ !
রিরিরিং...
রিরিরিং...
HADDOCK
নিশ্চয় গুপ্তধন !
ক্যাপ্টেন কি এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে ?
নাকি কোথাও বেরিয়ে গেল ?
দেখি, ওর বাড়িউলিকে জিজ্ঞেস করি ।
হ্যাডক ? তাঁকে তো বেরোতে দেখিনি ! কেউ সারা দিচ্ছে না ? আশ্চর্য !
অসুস্থ নয় তো ?
তা হতে পারে । সারা রাত্তির ওঁর ঘরে আলো জ্বলেছে !
তা হলে দেখাই যাক !
রিরিরিরিরিং
উত্তর নেই ?
একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি....

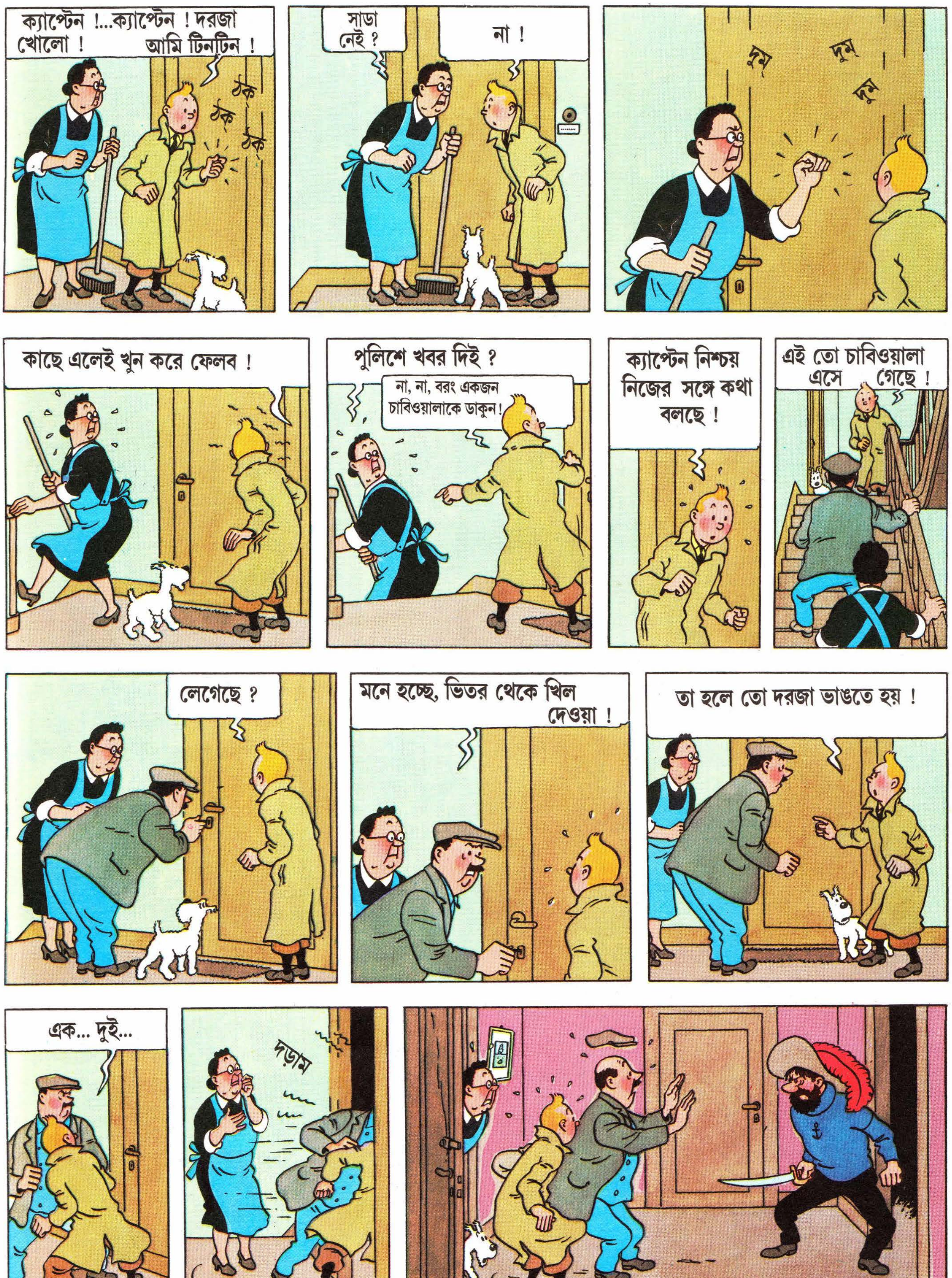
ক্যাপ্টেন !...ক্যাপ্টেন ! দরজা খোলো ! আমি টিনটিন !
ঠক ঠক ঠক ঠক
সাড়া নেই ?
না !
দুম দুম দুম
কাছে এলেই খুন করে ফেলব !
পুলিশে খবর দিই ?
না, না, বরং একজন চাবিওয়ালাকে ডাকুন!
ক্যাপ্টেন নিশ্চয় নিজের সঙ্গে কথা বলছে !
এই তো চাবিওয়ালা এসে গেছে !
লেগেছে ?
মনে হচ্ছে, ভিতর থেকে খিল দেওয়া !
তা হলে তো দরজা ভাঙতে হয় !
এক... দুই...
দড়াম

হট্ যাও বোম্বেটে !
ক্যাপ্টেন ।
বেরোও হতভাগারা ! কুকুর ! বেবুন !
জলহস্তী ! গণ্ডার ! কুমড়োপটাস !
জিতেছি ! ব্যাটারা পালাচ্ছে !
ব্যাপার কী ? পাগলামি করছ কেন?
এসো, তা হলেই বুঝবে !
ওঁকে দ্যাখো !
হুঁ । তোমার পূর্বপুরুষ ! তাতে কী হল ?
কাল রাত্তিরে জাহাজের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল যে, চিলেকোঠায় আমার পূর্বপুরুষের একটা তোরঙ্গ রয়েছে !
তোরঙ্গের মধ্যে এই টুপি আর তলোয়ার পেলুম । আর পেলুম...
নিশ্চয়ই গুপ্তধন ? কিংবা তার ম্যাপ ?
না না, ওসব নয়, তবে ওই জাতীয়ই কিছু ! সার ফ্রান্সিস হ্যাডকের রোজনামচা । কাল সারা রাত্তির পড়েছি !
নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন, ইউনিকর্ন জাহাজের কমান্ডার স্যার ফ্রান্সিস হ্যাডকের রোজনামচা
রোজনামচা পড়ছিলুম, এমন সময় তোমরা এলে । আমি তো তখন দারুণ উত্তেজিত । কী লিখেছেন, শোনো...
১৬৭৬ সাল..ইউনিকর্ন জাহাজ বারবাডোস ছেড়ে এগোচ্ছে...এবারে দেশে ফিরব...জাহাজের খোলে বিস্তর জিনিস...

দু দিন সমুদ্রে কাটল...সুবাতাস বইছে...ইউনিকর্ন এগিয়ে চলেছে...হঠাৎ একটা জাহাজ দেখা গেল !
জাহাজ ! জাহাজ !
জোর এগোচ্ছে ! মতলবটা কী ? পতাকা ওড়াচ্ছে ।
আরে, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে যে !
!

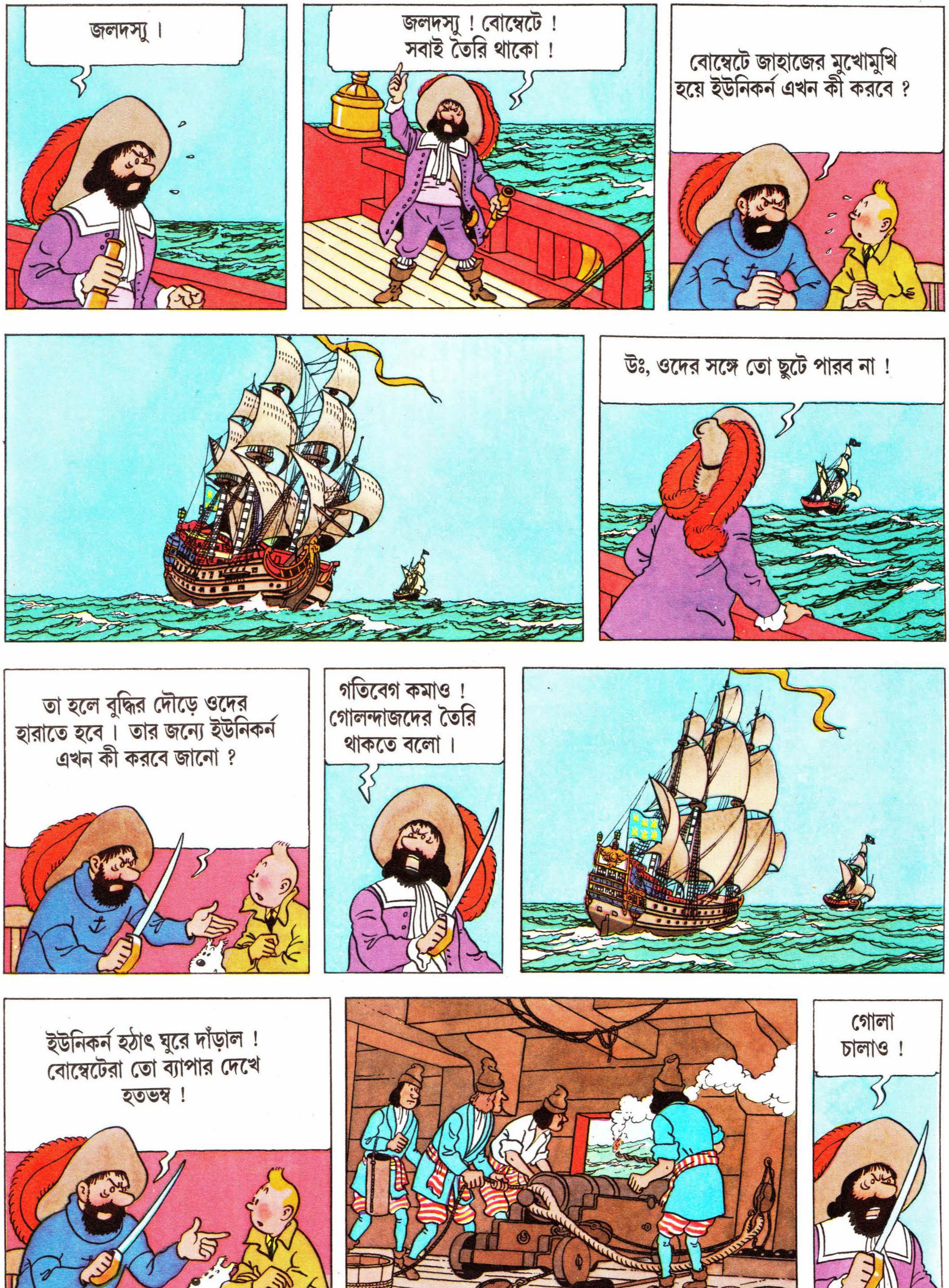

জলদস্যু !
জলদস্যু ! বোম্বেটে ! সবাই তৈরি থাকো !
বোম্বেটে জাহাজের মুখোমুখি হয়ে ইউনিকর্ন এখন কী করবে ?
উঃ, ওদের সঙ্গে তো ছুটে পারব না !
তা হলে বুদ্ধির দৌড়ে ওদের হারাতে হবে । তার জন্যে ইউনিকর্ন এখন কী করবে জানো ?
গতিবেগ কমাও ! গোলন্দাজদের তৈরি থাকতে বলো ।
ইউনিকর্ন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ! বোম্বেটেরা তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব !
গোলা চালাও !

লেগেছে !
লেগেছে, তবে আঘাতটা মোক্ষম নয় ! পতাকা পাল্টাচ্ছে !
লড়তে চায় ! ব্যস, তবে ওকে মোক্ষম মার মারব ! এক ব্যাটাকেও রেহাই দেব না !
এগিয়ে আসছে ! বোম্বেটে জাহাজ জোর এগিয়ে আসছে !
ক্রমেই এগিয়ে আসছে ! এইবার ! এইবার !
হঠাৎ...একেবারে এইভাবে সে ইউনিকর্নের পাশে এসে দাঁড়াল ।
লাগবে...এইবারে ধুন্ধুমার লড়াই লাগবে...

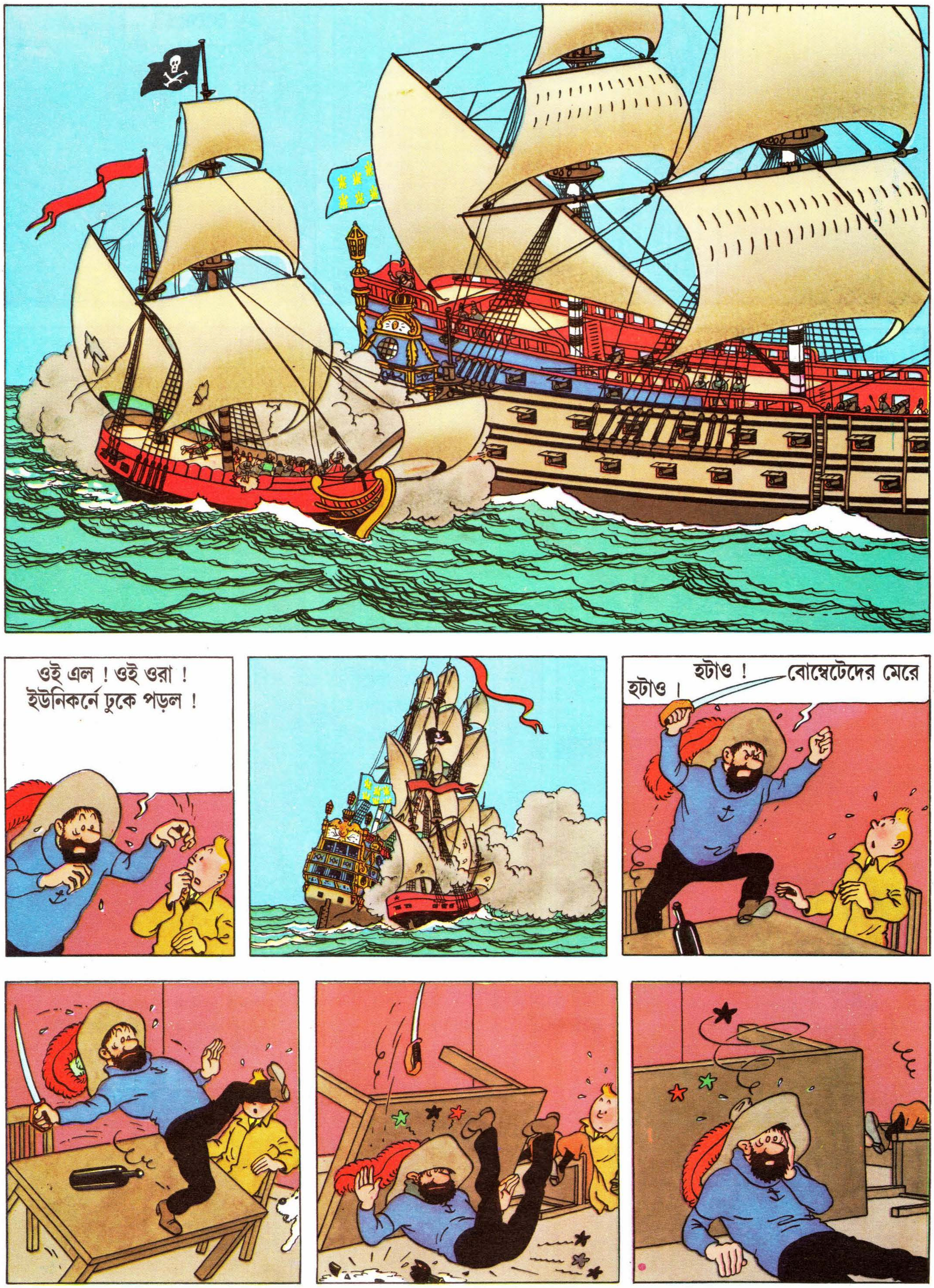
ওই এল ! ওই ওরা ! ইউনিকর্নে ঢুকে পড়ল !
বোম্বেটেদের মেরে হটাও ! হটাও !

সরে যাও ! বোম্বেটেদের আমি আজ শেষ করে ছাড়ব !
আয় ! কে আসবি আয় !
আয় ! সব কটাকে খতম করব !

ক্যাপ্টেনকে আমি একাই নিকেশ করব !
চলে আয় !
কী রে, আমাকে নিকেশ করবি ?
দ্যাখ, কে কাকে নিকেশ করে !
এই দ্যাখ ! এই দ্যাখ্ !
কোথায় গেল ওর সাকরেদেরা ? পিছনে ?
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি !
কী বলব, আমার পূর্বপুরুষের মাথার উপরেও সেদিন ঠিক এইভাবে কিছু একটা খসে পড়েছিল । বাস্, অমনি তিনি অজ্ঞান !
বোম্বেটেরা তো তাঁর জাহাজ দখল করে নিল । মাঝিমাল্লাদের সে কী দুর্গতি !
আর সার ফ্রান্সিস?

সার ফ্রান্সিস ? জ্ঞান হতে দেখেন, মাস্তুলের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে । উঃ, কী কষ্ট হয়েছিল তাঁর...
মাথায় খুব লেগেছিল বুঝি ?
না না, তেষ্টায় ।
উঃ, তেষ্টায় তাঁর গলা তখন কাঠ !
তাকিয়ে দেখেন, বড়-বড় বাক্স নিয়ে বোম্বেটেরা কোথায় যেন যাচ্ছে !
বাক্সগুলোকে আমাদের জাহাজে এনে তুলছে কেন ? কী ব্যাপার ?
হঠাৎ দেখেন, লাল জোব্বা পরা একটা লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে । বোঝা গেল, সেই হচ্ছে বোম্বেটেদের সর্দার । সে এসে বলল...
ওরে কুত্তা,
আমার নাম লাল বোম্বেটে !
আমার নাম সার ফ্রান্সিস হ্যাডক ।
আমার নাম শুনে তোর বুকের রক্ত জমে যাচ্ছে না ? জিয়গো ছিল আমার ডান হাত, তাকে তুই মেরেছিস ! গোলা ছুঁড়ে আমার জাহাজ তুই ফুটো করে দিয়েছিস
আমার জাহাজ ডুবে যাচ্ছে । তাই সেখান থেকে সমস্ত লুঠের মাল নিয়ে আমরা তোর জাহাজে উঠেছি ।
লুঠের মাল দেখবি ?
এই হীরেগুলো দ্যাখ্ ।

বুঝলি, এ হচ্ছে সাত রাজার ধন ।
আর-কিছু বলবে ?
বলব বই কী ! জেনে রাখ্, কাল সকালে তোকে আমি আমার সাকরেদদের হাতে ছেড়ে দেব ! তারা তোকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়ে মারবে !
বাস্, বলেই সেই বোম্বেটের সর্দার চোঁ করে...
থাক্ থাক্, ওতেই বুঝতে পেরেছি !
রাত্তিরে তো বোম্বেটেরা এক দ্বীপের কাছে গিয়ে পৌঁছল...জাহাজ থেকে নোঙর ফেলা হল...
ইউনিকর্নের মদের পিপেগুলো বোম্বেটেরা অতি বিচ্ছিরিভাবে সাবাড় করে দিল...
হ্যাঁ, অতি বিচ্ছিরিভাবে ! মানে এইভাবে...
আরে, আমি তো তোমাকে বোঝাতে চাইছি মাত্র...
থাক্ থাক্, অত বেশি বোঝাতে হবে না ।
হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম ?
বোম্বেটেরা সব সাবাড় করে দিল !
আরেব্বাস !

?
আরে, দুটো গ্লাস দেখছি কেন ?
এদিকে তো, বুঝলে কিনা...
?
সার ফ্রান্সিস তো প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজেকে মুক্ত করতে...
দাঁড়া ব্যাটারা, তোদের যদি উচিত-শিক্ষা না দিই তো আমার নাম পালটে রাখিস !
পেরেছি ! একটা হাত ছাড়াতে পেরেছি ।
মুক্ত ! আমি মুক্ত !
লাল বোম্বেটে, এবারে তোমাকে শিক্ষা দেব !
এই বলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন...
বোম্বেটেদের উপর ?
না না একটা মদের বোতলের উপরে । তারপর তার ছিপি খুলে...
না না, তিনি বললেন,"এখন ফুর্তির সময় নয়, আগে কর্তব্য, তারপর ফুর্তি ।"
হ্যাঁ, মদের বোতল ফেলে দিয়ে তিনি তরোয়াল তুলে নিলেন ।
তারপর সকলের অলক্ষ্যে... এগিয়ে গেলেন বারুদ-ঘরের দিকে !

বুঝলে, তিনি তো জাহাজের বারুদ-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন !
ব্যাটারা ফুর্তি করছে তো, তাই এবারে বাজি ফাটাব !
বারুদের পিপেয় আগুন ধরবার আগেই জাহাজ থেকে সরে পড়া দরকার !
ধরেছি !
!
কী, বারুদ-ঘরে আগুন লাগাবি ?
আজ তোর ছাল ছাড়িয়ে নেব !
চুপ কর বোম্বেটে ! তোকে আজ শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব !
পালাবি কোথায় ?
তুই কোথায় পালাবি ?

লডতে লড়তে সার ফ্রান্সিস ভাবছেন, দড়ির আগুন না বারুদে পৌঁছে যায় !
সেই অবস্থাতেই হঠাৎ এক পাশে সরে গিয়ে জুতো দিয়ে তিনি
দড়িটা মাড়িয়ে দিলেন !
গেলুম ! গেলুম !
এইবারে আয় ব্যাটা বোম্বেটে !
ধুম
ধপাস্
ঝন্ঝন্
ধপ্
লাল বোম্বেটে খতম !
ব্যাটাকে নিকেশ করে ছেড়েছি !
অ্যাদ্দিনে তোর উচিত-শাস্তি হল !
এইবারে আবার আগুন ধরাই... তারপর...
পালাই !
কেউ দেখেনি ! এইবারে ডিঙিতে উঠে...

আরে, ডিঙিটা ভেসে যাচ্ছে কেন ?
যাক্ গে, যেতে দে ।
পাপের শাস্তি হল !
ইউনিকর্ন ডুবল । একটা বোম্বেটেও রক্ষা পেল না ।
সার ফ্রান্সিসের কী হল ?
দ্বীপের বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি ভাব জমিয়ে ফেললেন । বছর দুয়েক বাদে একটা জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে আসে । ডায়েরি এখানেই শেষ । কিন্তু তার পরের ব্যাপারটাই হচ্ছে মজার...
ডায়েরির শেষে একটা উইলের মতো আছে । সার ফ্রান্সিস তাতে তাঁর তিন ছেলেকে ইউনিকর্ন জাহাজের ছোট্ট তিনটি মডেল দিয়েছেন । দিয়ে বলেছেন যে, জাহাজের মাস্তুলের ভিতর থেকেই “সত্য প্রকাশ পাবে” ।
বলো কী ক্যাপ্টেন ? লাল বোম্বেটের ঐশ্বর্য তা হলে আমরাই পাব !

ঐশ্বর্য আমরাই পাব ?
হ্যাঁ । হদিশ ওই মাস্তুলের মধ্যেই আছে । বুঝলে ?
কী জানি । তোমার তাই মনে হয় ?
নিশ্চয় । তা নইলে আর মাস্তুলের কথা উঠবে কেন
বাপের কথা শুনে তিন ছেলে তিন মডেল জাহাজের মাস্তুল সরালেই এক-এক টুকরো কাগজ পেয়ে যেত ।
কী করে জানলে তুমি ?
জানলুম, কেননা, চোরাবাজারে কেনা জাহাজের মাস্তুল থেকে আমিই এক টুকরো কাগজ পেয়ে গেছি ! এই দ্যাখো...
আরে, আমার মনিব্যাগ ? কে চুরি করল ?
হয়তো বাড়িতেই ফেলে এসেছ ।
না, চুরিই হয়েছে । বাসের মধ্যে ।
কাগজটাতে কী লেখা ছিল ?
দাঁড়াও, বলছি : "তিন ভাই... জাহাজ দুপুরবেলায় যাত্রা... সূর্য পথ বাতলায়...
তারপর...তারপর...হাঁ, মনে পড়েছে : "আলো থেকেই আসে আলো...তাতেই আঁধার কাটে..." তারপর "ঈগল ক্রশ" !
তার মানে ?
জানি না । কিন্তু এইটুকু জানি যে, তিনটে টুকরো জোগাড় করতে পারলেই লাল বোম্বেটের ঐশ্বর্য আমরা পেয়ে যাব । চলো, টুকরোটা খোঁজা যাক ।
সেটা কোথায় আছে, জানো ?
নিশ্চয় । দ্বিতীয় ইউনিকর্নের মালিকের কাছেই আছে ।
সেটাও আমার পূর্বপুরুষের তৈরি ?
হ্যাঁ, মিঃ সাখারিন এখন তার মালিক ।
এই রাস্তায় একুশ নম্বর বাড়িতে তিনি থাকেন ।
19
বাঁচাও ! বাঁচাও ! পুলিশ !

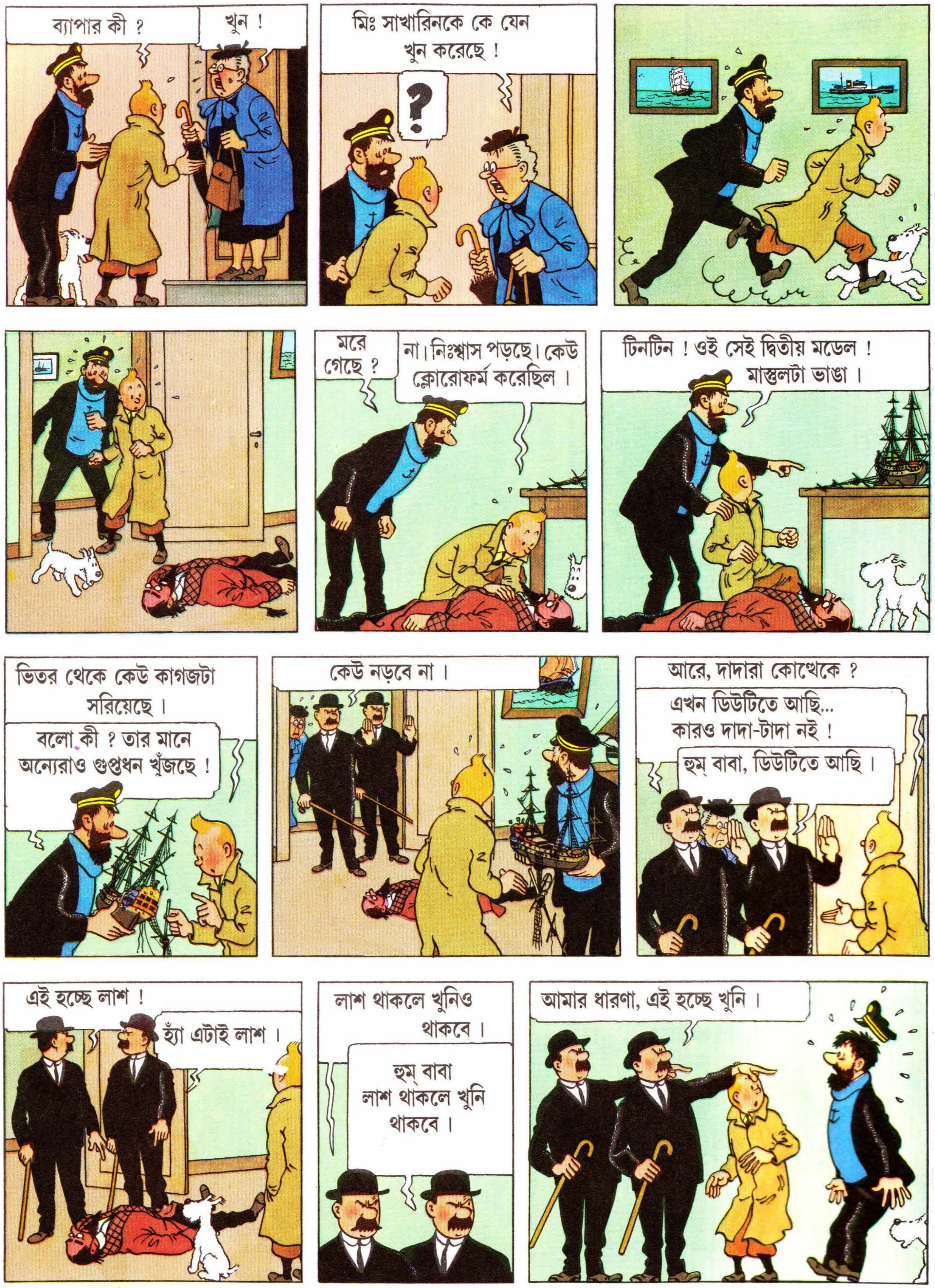
ব্যাপার কী ?
খুন !
মিঃ সাখারিনকে কে যেন খুন করেছে !
?
মরে গেছে ?
না। নিঃশ্বাস পড়ছে। কেউ ক্লোরোফর্ম করেছিল।
টিনটিন ! ওই সেই দ্বিতীয় মডেল ! মাস্তুলটা ভাঙা।
ভিতর থেকে কেউ কাগজটা সরিয়েছে।
বলো কী ? তার মানে অন্যেরাও গুপ্তধন খুঁজছে !
কেউ নড়বে না।
আরে, দাদারা কোত্থেকে ?
এখন ডিউটিতে আছি... কারও দাদা-টাদা নই !
হুম্ বাবা, ডিউটিতে আছি।
এই হচ্ছে লাশ !
হ্যাঁ এটাই লাশ।
লাশ থাকলে খুনিও থাকবে।
হুম্ বাবা লাশ থাকলে খুনি থাকবে।
আমার ধারণা, এই হচ্ছে খুনি।

আমি খুনি ? পাজি...উল্লুক...গাধা... গণ্ডার...
ছারপোকা... ...গিরগিটি...জেব্রা...জিরাফ...
কুমড়োপটাস...ভেড়া...গঙ্গাফড়িং...
শকুন...শেয়াল...পেঁচা...আরশোলা... ভাগ...
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! অধৈর্য হয়ো না !
হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু ধৈর্য ধরুন । আসলে আমরা একটু পরীক্ষা করছিলাম ।
কীসের পরীক্ষা ?
মানে খুনি হলে আপনি নিশ্চয় উত্তেজিত হতেন । তা আপনি তো একটুও উত্তেজিত হননি, তাতেই বুঝতে পারছি যে, আপনি নির্দোষ ।
এবারে দেখি, আঙুলের ছাপ-টাপ আছে কি না ।
আরে, লাশ গেল কোথায় ?
দেখুন, লাশ বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠেছে ।
কী হয়েছিল মিঃ সাখারিন ?
কাল রাত্তিরে একটা লোক আমাকে পুরনো ছবি বেচতে এসেছিল । ছবিগুলো দেখছি, এমন সময় আমার নাকের উপরে কী যেন একটু চেপে ধরা হল...
আর তাতেই আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি ।
আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! কিন্তু কীসের যেন একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছি যে !

হাঃহাঃ,তোমার আতস-কাচের ওপরে রোদ্দুর পড়ে প্যান্টুল পুড়িয়েছে !
বোকার মতো হেসো না । মনে রেখো, আমরা এখন ডিউটিতে আছি ।
যে-লোকটা ছবি বেচতে এসেছিল, তার চেহারা কেমন ?
বলছি, দাঁড়াও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে...
একটু মোটামতন, কালো চুল, কালো গোঁফ, নীল সুট, বাদামি হ্যাট...
মনে হচ্ছে চোরাবাজারের সেই লোকটা !
কোন লোকটা ?
চোরাবাজারে আমার কেনা মডেলটা যে কিনতে চেয়েছিল । কাল রাত্তিরে সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে যার ধাক্কা লাগে । তুমি ভেবেছিলে, সে তোমার মানিব্যাগ চুরি করেছে...
এখন শোনো, আমারটাও চুরি হয়েছে ।
বলো কী ! তুমি তো আচ্ছা বোকা! কই আমার মানিব্যাগ কেউ চুরি করুক তো ! চেষ্টা করে দ্যাখোই না...
কই, চেষ্টা করো !
ওব্বাবা,রবার দিয়ে আটকানো!
হ্যাঁ হে, চোর একদম জব্দ !
শাবাশ ! এবারে আপনারা তদন্ত করুন, আমরা চলি !
পরে দেখা হবে ।
কিন্তু, এ যা ব্যাপার, তাতে গুপ্তধন কি আমরা পাব ?
দেখাই যাক ।
আরে, কে ওই লোকটা ? চোরাবাজারের...
সেই লোকটা না ?
আপনিই তো মিঃ টিনটিন ?

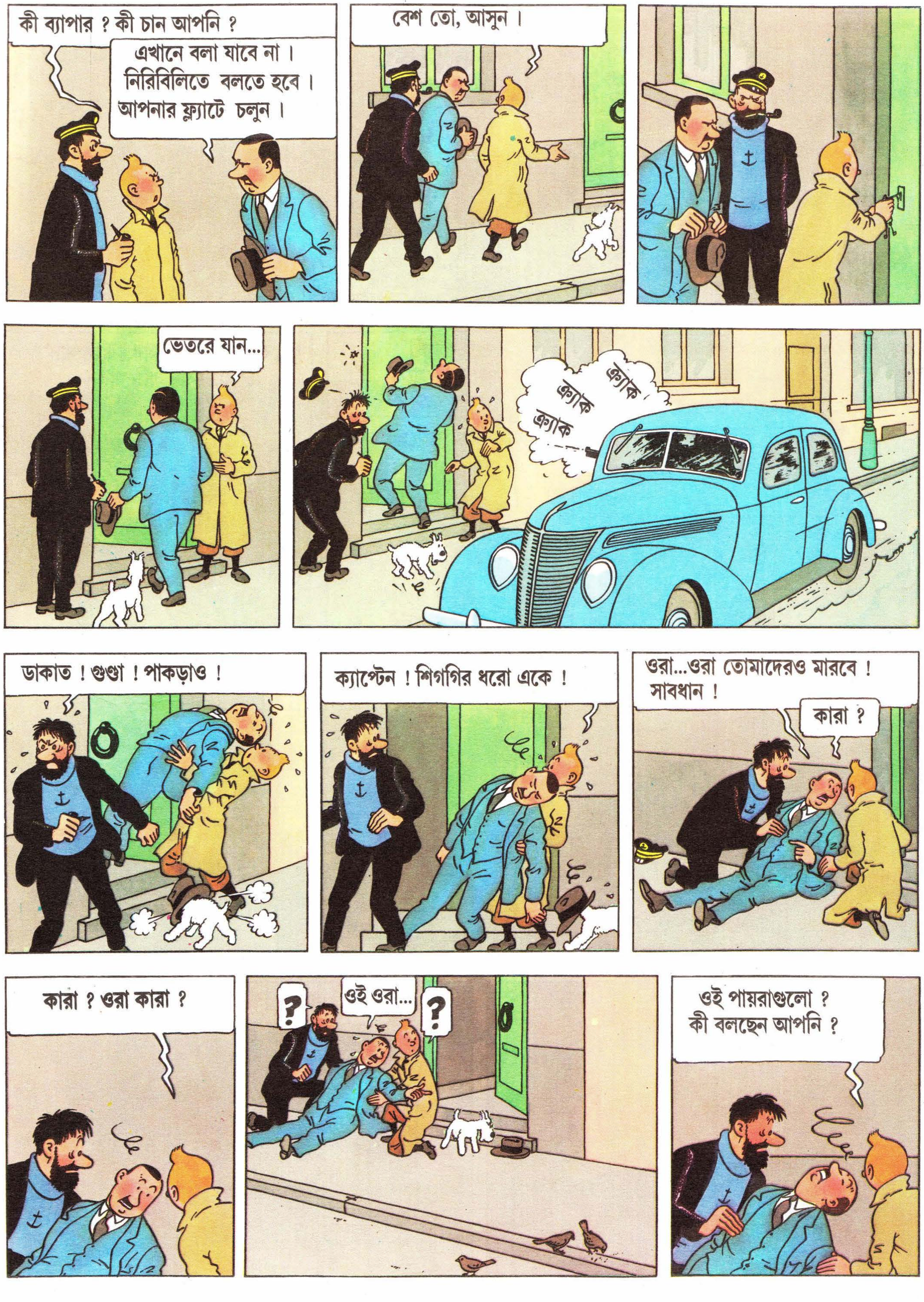

কী ব্যাপার ? কী চান আপনি ?
এখানে বলা যাবে না । নিরিবিলিতে বলতে হবে । আপনার ফ্ল্যাটে চলুন ।
বেশ তো, আসুন ।
ভেতরে যান...
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ডাকাত ! গুণ্ডা ! পাকড়াও !
ক্যাপ্টেন ! শিগগির ধরো একে !
ওরা...ওরা তোমাদেরও মারবে ! সাবধান !
কারা ?
কারা ? ওরা কারা ?
ওই ওরা...
?
?
ওই পায়রাগুলো ? কী বলছেন আপনি ?

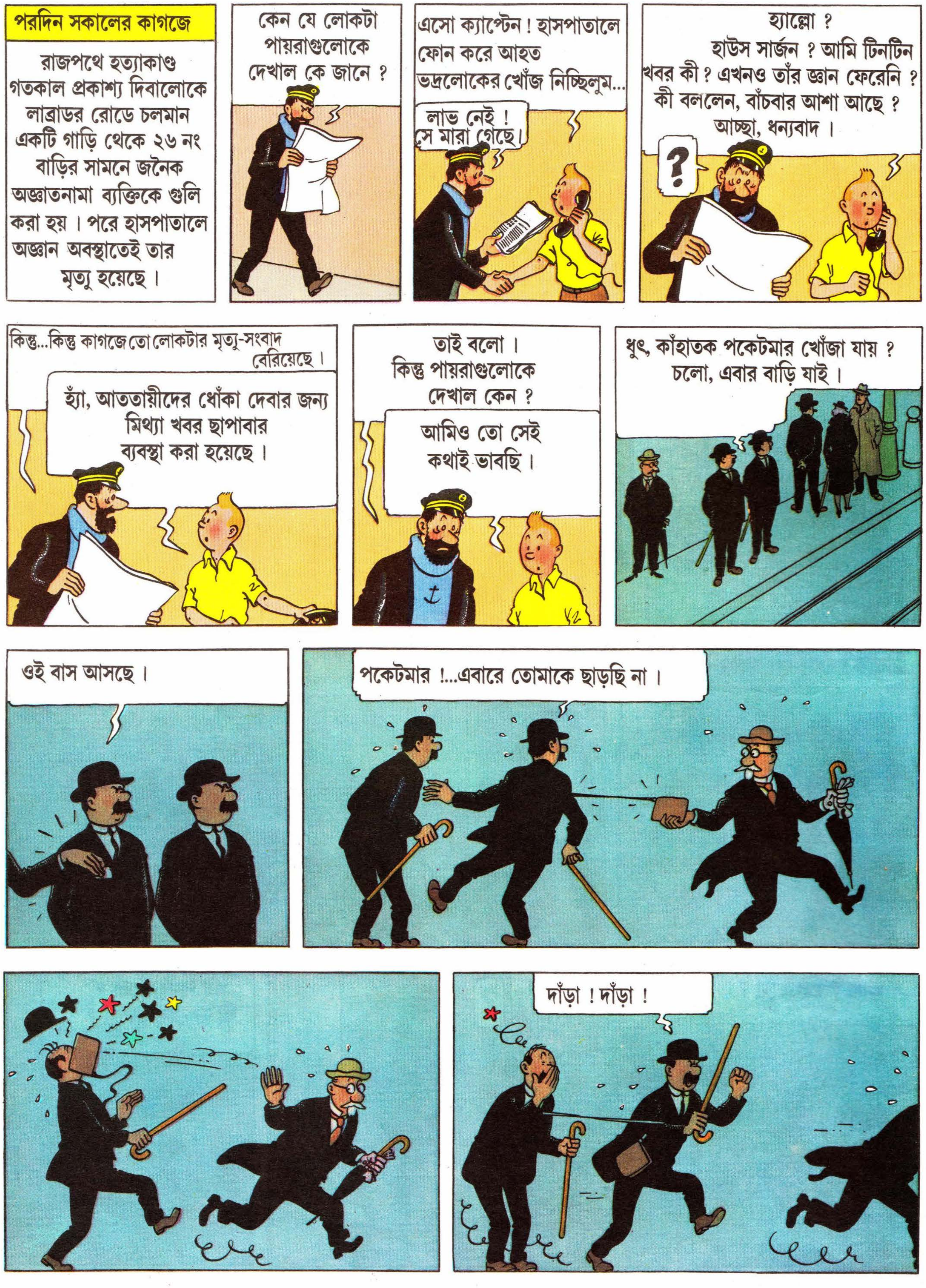
পরদিন সকালের কাগজে
রাজপথে হত্যাকাণ্ড
গতকাল প্রকাশ্য দিবালোকে লাব্রাডর রোডে চলমান একটি গাড়ি থেকে ২৬ নং বাড়ির সামনে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে গুলি করা হয়। পরে হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।
কেন যে লোকটা পায়রাগুলোকে দেখাল কে জানে ?
এসো ক্যাপ্টেন ! হাসপাতালে ফোন করে আহত ভদ্রলোকের খোঁজ নিচ্ছিলুম...
লাভ নেই ! সে মারা গেছে।
হ্যাল্লো ? হাউস সার্জন ? আমি টিনটিন খবর কী ? এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি ? কী বললেন, বাঁচবার আশা আছে ? আচ্ছা, ধন্যবাদ।
?
কিন্তু...কিন্তু কাগজে তো লোকটার মৃত্যু-সংবাদ বেরিয়েছে।
হ্যাঁ, আততায়ীদের ধোঁকা দেবার জন্য মিথ্যা খবর ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তাই বলো। কিন্তু পায়রাগুলোকে দেখাল কেন ?
আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।
ধুৎ, কাঁহাতক পকেটমার খোঁজা যায় ? চলো, এবার বাড়ি যাই।
ওই বাস আসছে।
পকেটমার !...এবারে তোমাকে ছাড়ছি না।
দাঁড়া ! দাঁড়া !

দাঁড়া ! নয়তো গুলি করব !
ধরেছি ! আর ছাড়ছি না !
?
পরদিন সকালে...
রিরিরিং
রিরিরিং
ধন্যবাদ, কুট্টুস ।
হ্যাল্লো ?...হ্যাঁ, আমি টিনটিন...সে কী ! আশ্চর্য...এক্ষুনি আসছি...

আরে, ক্যাপ্টেন যে ! এসো আমার সঙ্গে!
কোথায়?
জনসন আর রনসনের ওখানে ! আমার মানিব্যাগটা ওরা উদ্ধার করেছে !
হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা আমারই !
ব্যাটার পকেটে এইরকম সাতটা মানিব্যাগ ছিল ।
?
এই দ্যাখো ইউনিকর্নের মাস্তুলের সেই কাগজ ।
বলো কী !
তা পকেটমারকে ধরলে কী করে ?
ধরলুম ? মানে...তাকে নয়... তার কোটটাকে ধরেছি ।
এই ঝুল-কোট গায়ে দিয়ে কারবার চালাচ্ছিল ?
হ্যাঁ
কিন্তু কোট থেকে তার নিশানা পাওয়া শক্ত হবে ।
সে কী ?
এই তো ধোলাইয়ের দোকানের মার্কা রয়েছে ।
তাই তো !
31413.
মনে হচ্ছে, বড় দোকান । তা ধোলাইয়ের বড় বড দোকানের নাম-ঠিকানা নিশ্চয় টেলিফোন গাইডেই পাওয়া যাবে । তা হলে আর ভাবনা কী, সেই সূত্র ধরেই এগোব ।

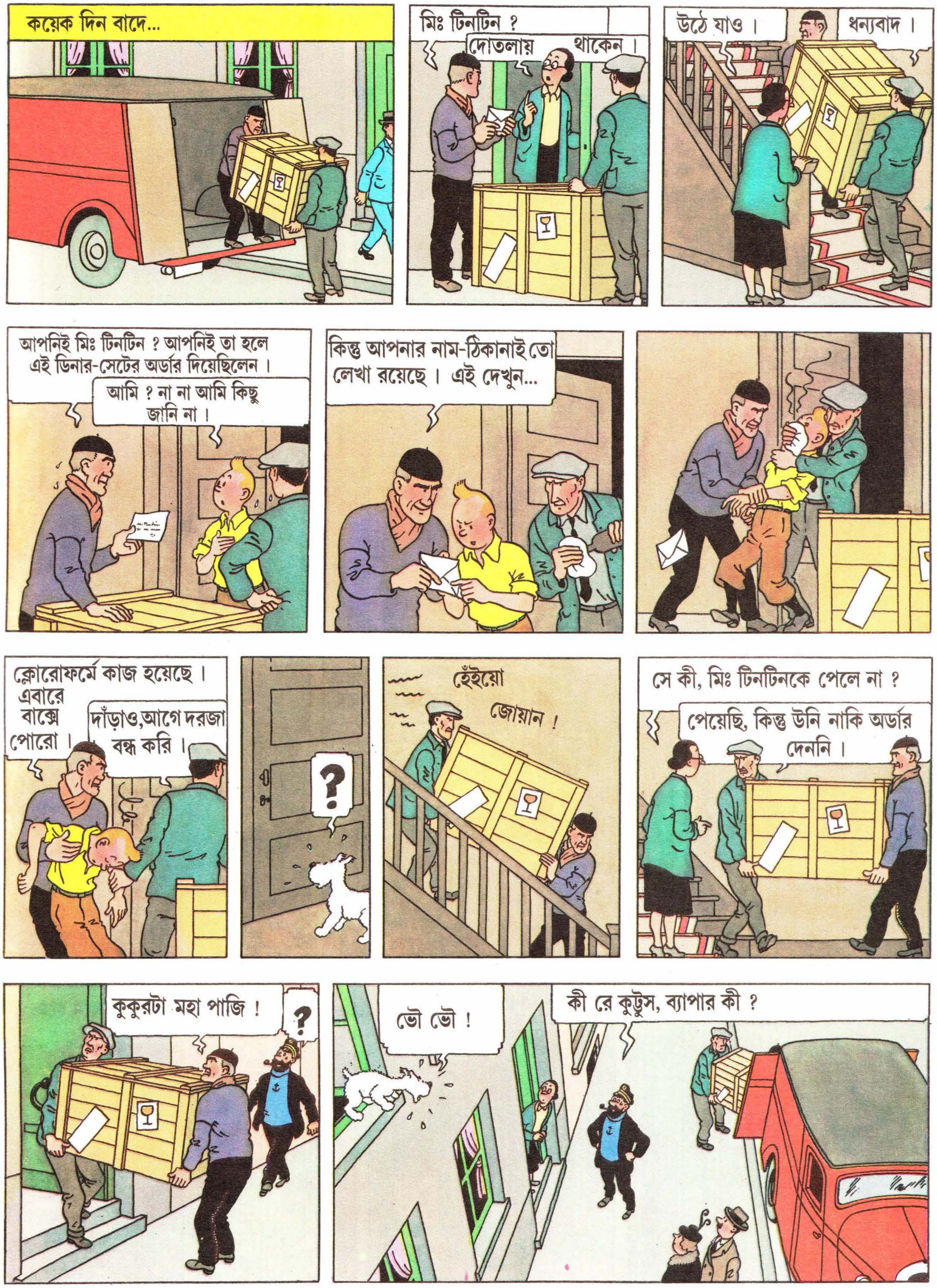

কয়েক দিন বাদে...
মিঃ টিনটিন ?
দোতলায় থাকেন ।
উঠে যাও ।
ধন্যবাদ ।
আপনিই মিঃ টিনটিন ? আপনিই তা হলে এই ডিনার-সেটের অর্ডার দিয়েছিলেন ।
আমি ? না না আমি কিছু জানি না ।
কিন্তু আপনার নাম-ঠিকানাই তো লেখা রয়েছে । এই দেখুন...
ক্লোরোফর্মে কাজ হয়েছে । এবারে বাক্সে পোরো ।
দাঁড়াও,আগে দরজা বন্ধ করি ।
?
হেঁইয়ো
জোয়ান !
সে কী, মিঃ টিনটিনকে পেলে না ?
পেয়েছি, কিন্তু উনি নাকি অর্ডার দেননি ।
কুকুরটা মহা পাজি !
?
ভৌ ভৌ !
কী রে কুট্টুস, ব্যাপার কী ?

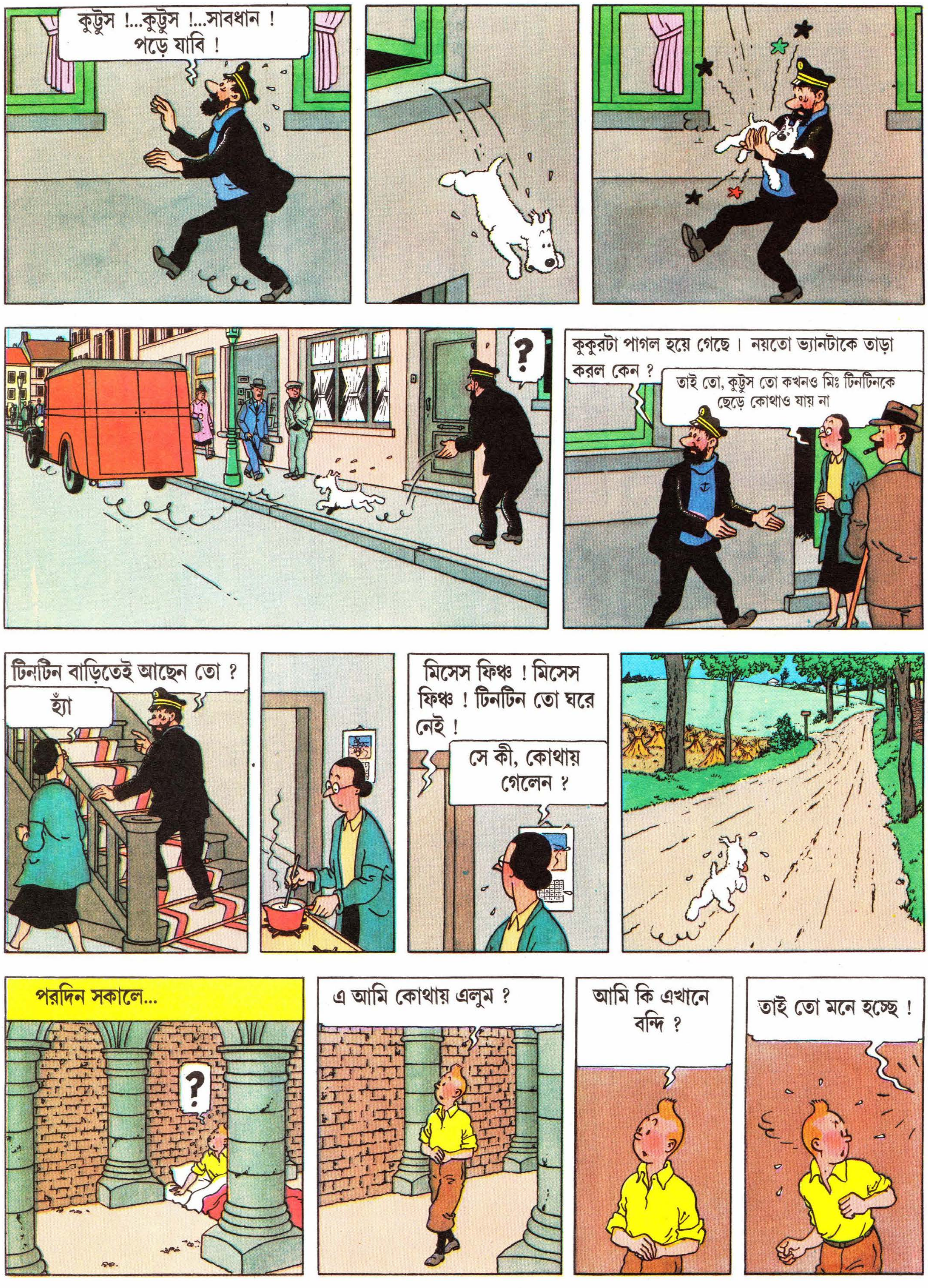
কুট্টুস !...কুট্টুস !...সাবধান ! পড়ে যাবি !
?
কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে । নয়তো ভ্যানটাকে তাড়া করল কেন ?
তাই তো, কুট্টুস তো কখনও মিঃ টিনটিনকে ছেড়ে কোথাও যায় না
টিনটিন বাড়িতেই আছেন তো ?
হ্যাঁ
মিসেস ফিঞ্চ ! মিসেস ফিঞ্চ ! টিনটিন তো ঘরে নেই !
সে কী, কোথায় গেলেন ?
পরদিন সকালে...
?
এ আমি কোথায় এলুম ?
আমি কি এখানে বন্দি ?
তাই তো মনে হচ্ছে !

কে যেন কথা বলল ! নাকি ভুল শুনলুম ?
না, ভুল শোনোনি ?
কে তুমি ? কোত্থেকে কথা বলছ ?
আমি ইউনিকর্ন জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভূত !
হা-হা-হা-হা-হা !
হা-হা-হা ! কী, ভয় পেয়েছ ? দরজার কাছে এসো ।
এসেছ ? বেশ । এবারে তোমার সামনে একটা ফুটো দেখছ ?
কে তুমি ? কী চাও ?
নাম বলব না । তবে কী চাই, তা তুমি জানো ।
আমার কাছ থেকে যে চিরকুট দুটো চুরি করেছিলে, তা কোথায় রেখেছ ?
চুরি করেছি ? দুটো চিরকুট ? আমার তো একটার বেশি ছিলই না ।
দুটো চিরকুট জোগাড় করেছিলুম । তুমি সে-দুটো চুরি করলে । তোমার ফ্ল্যাটে অনেক খুঁজে তৃতীয় চিরকুটটা পেয়েছি । বাকি দুটো কোথায় ?
বা রে, আমি তার কী জানি !
দু ঘণ্টা সময় দিচ্ছি । তার মধ্যে যদি মুখ না খোলো তা হলে... তা হলে ভীষণ শাস্তি দেব ।
কিন্তু আমি যে সত্যিই কিছু জানি না ।
কী করে এখান থেকে মুক্তি পাব ?

ঝপাং
দু ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে পালাতে হবে ! কিন্তু কীভাবে ?
?
কাঠের এই বিমটা দিয়ে দরজায় গুঁতো মারি...
অসম্ভব ! নড়ানো যাচ্ছে না...
কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে যে পালাতেই হবে !
!
হয়েছে !
আগে তো রুমাল দিয়ে এই ফুটোটা বন্ধ করি...
তা হলে কেউ আওয়াজ শুনতে পাবে না...
তারপর...হ্যাঁ হ্যাঁ...উপায় হয়েছে !

প্রথমে এই চাদরগুলিতে গিঁট
মারতে হবে...তারপর
এই কাঠের বিমটাকে বাঁধতে
হবে... তারপর
হেঁইয়ো জোয়ান...হেঁইয়ো !
যাচ্চলে ! আবার
বেঁধে নিই ।
ওদিকে
!
চান করে ধুলোকাদা পরিষ্কার
করে নিই !
এবারে একদম ফিট-
বাবুটি হয়ে গেছি !

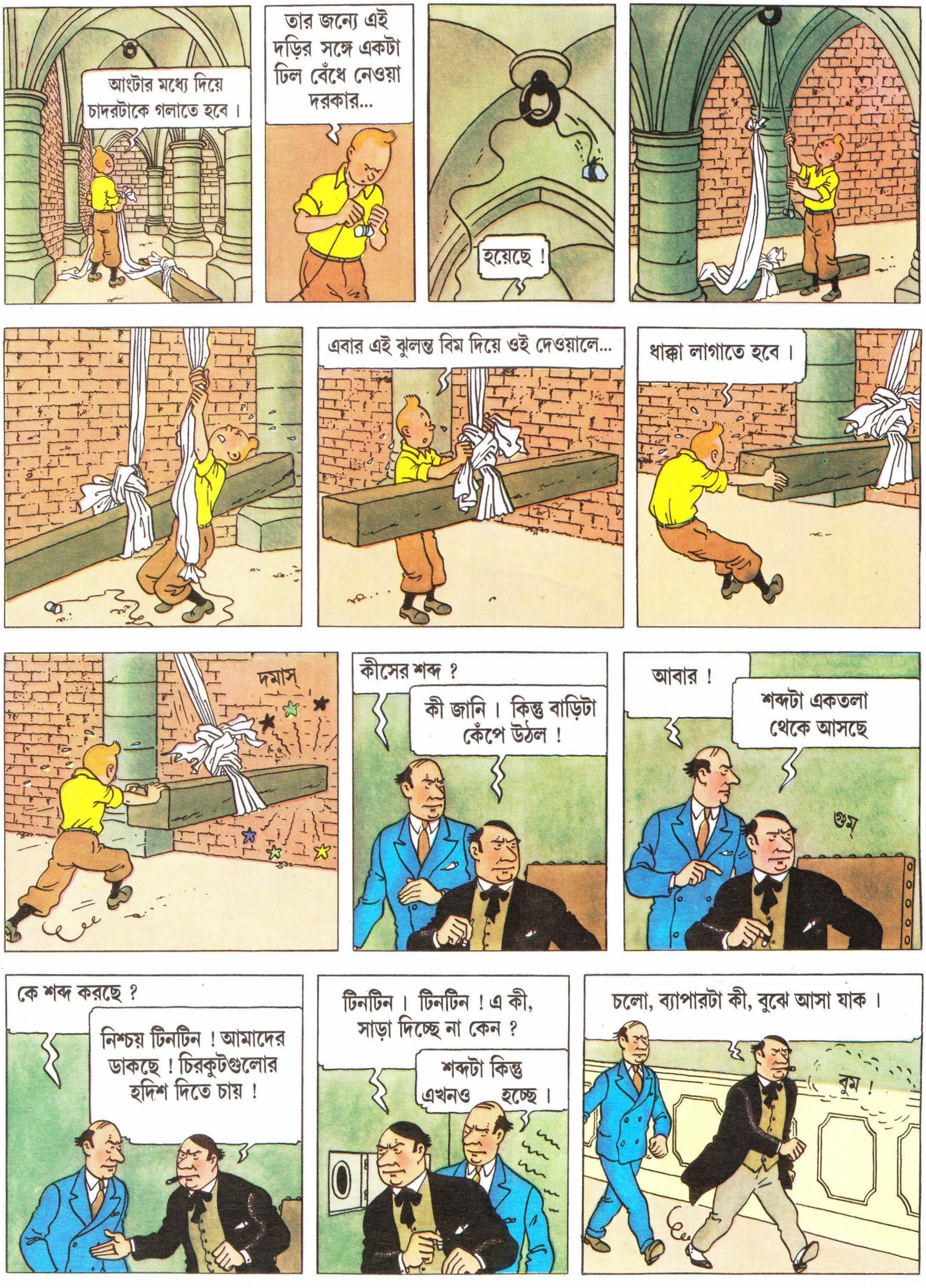
আংটার মধ্যে দিয়ে চাদরটাকে গলাতে হবে।
তার জন্যে এই দড়ির সঙ্গে একটা ঢিল বেঁধে নেওয়া দরকার...
হয়েছে !
এবার এই ঝুলন্ত বিম দিয়ে ওই দেওয়ালে...
ধাক্কা লাগাতে হবে।
দমাস্
কীসের শব্দ ?
কী জানি। কিন্তু বাড়িটা কেঁপে উঠল !
আবার !
শব্দটা একতলা থেকে আসছে
গুম্
কে শব্দ করছে ?
নিশ্চয় টিনটিন ! আমাদের ডাকছে ! চিরকুটগুলোর হদিশ দিতে চায় !
টিনটিন। টিনটিন ! এ কী, সাড়া দিচ্ছে না কেন ?
শব্দটা কিন্তু এখনও হচ্ছে।
চলো, ব্যাপারটা কী, বুঝে আসা যাক।
বুম !

হ্যাঁ, নীচতলার থেকেই শব্দটা আসছে বটে
আর-একবার মারলেই দেওয়ালটা ধসে যাবে !
ধসেছে !
ঝড়াং
?
!?
যাচ্চলে ! এ যে একটা বাজনা-বাক্স ; ইটগুলো ওরই ওপরে পড়েছে
ওই তো !
?
দেখেছ ? দেওয়ালটা ধসিয়ে দিয়ে পালাচ্ছে !
থাম ! থাম ! পালাল ।
কোথায় সে ?
এই জাদুঘরের মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে ।
খুঁজে বার করতে হবে !
আরে বর্মটা নড়ে উঠল কেন ?
!

বর্মের মধ্যে লুকিয়েছিস ?
বেরিয়ে আয় !
তিন পর্যন্ত গুনে গুলি চালাব ! এক...দুই...তিন..
দুম !
দুম !
নাঃ, বর্মের মধ্যে তো নেই !
ঢং করে শব্দ হল কেন ?
বর্ম থেকে ছিটকে গিয়ে গুলিটা ওই ঘণ্টার গায়ে লেগেছে ! চলে এসো
এই ফাঁকে পালাই
কোথায় গেল ওরা ?
কুকু ! কুকু !
কুক ! কুকু ! কুকু !
ধুত্তোর ! ওটা টিনটিন নয়, একটা ঘড়ির বাজনা ।
যাক, আমার ভাগ্যি ভাল !

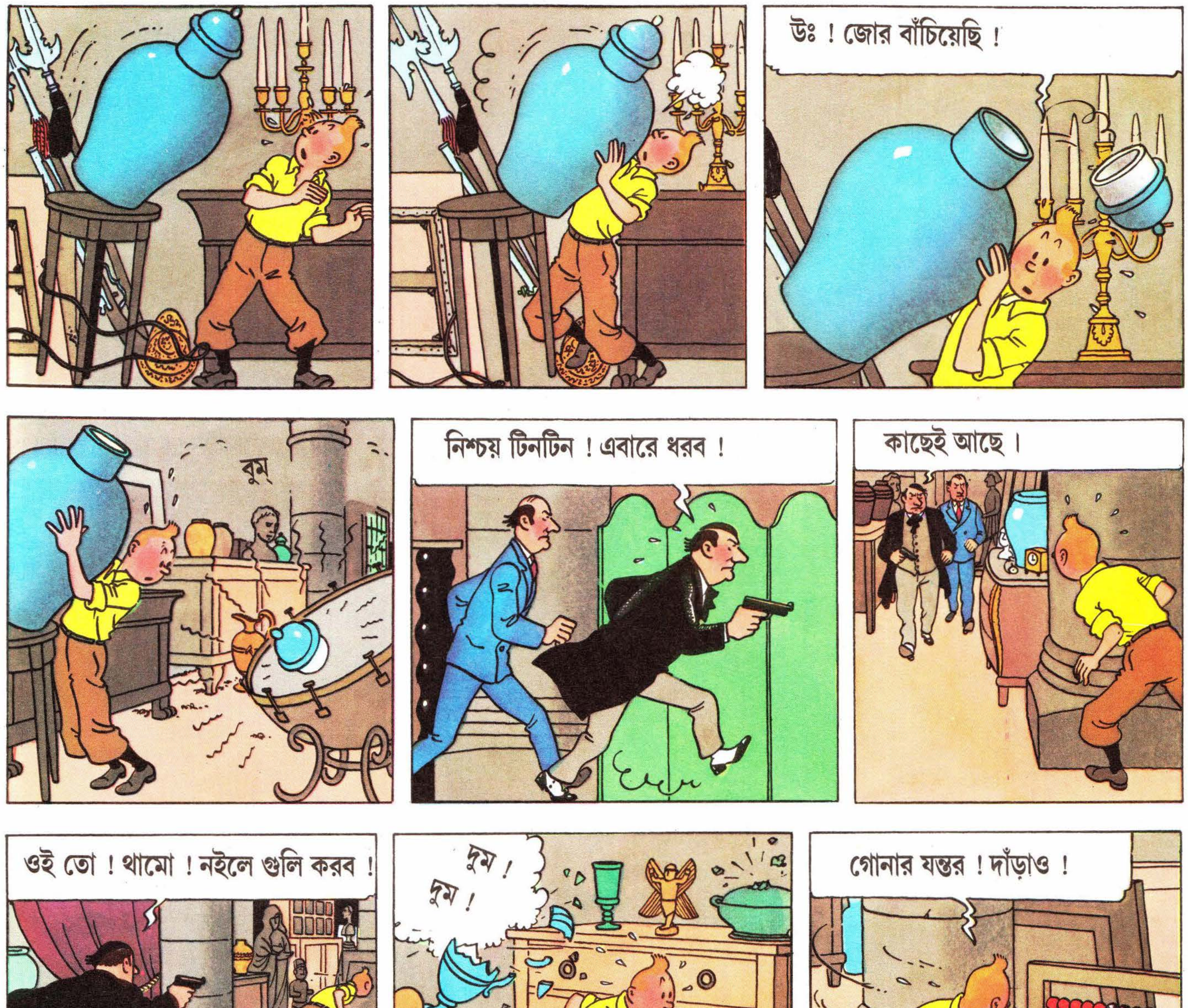
উঃ ! জোর বাঁচিয়েছি !
বুম
নিশ্চয় টিনটিন ! এবারে ধরব !
কাছেই আছে ।
ওই তো ! থামো ! নইলে গুলি করব !
দুম !
দুম !
গোনার যন্তর ! দাঁড়াও !
ঝড়াং !

পা পিছলে আলুর দম !
ধরতে পারলে ছিঁড়ে ফেলব !
বিদায় বন্ধুরা !
এবারে তোমরাই বন্দি হয়ে থাকো !
পুলিশে খবর দিয়ে এক্ষুনি এদের গ্রেফতার করাতে হবে !
!

গুলিবিদ্ধ হয়ে লোকটা কেন পাখি দেখিয়েছিল, এবারে বুঝতে পারছি । আসলে তার আততায়ীর নাম বার্ড...
এম অ্যান্ড জি বার্ড,
পুরাদ্রব্য ব্যবসায়ী,
মার্লিনস্পাইক হল্,
মার্লিনশায়ার,
ইংল্যান্ড
এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে ফোন করা দরকার !
হ্যাঁ, আমি...কে ? টিনটিন ?... কোত্থেকে কথা বলছ ?... হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...
আমি হচ্ছি মিঃ বার্ডের নতুন সেক্রেটারি !
ও, তাই বুঝি ? আমি জানতুম না সার্ !
?
হ্যাল্লো নেস্টর !...নেস্টর !...
বাড়িতে একটা গুণ্ডা ঢুকেছে ! সে যেন টেলিফোন করতে না পারে ! যেমন করে পারো, তাকে আটকাও ! নেস্টর, শুনতে পাচ্ছ ?
হ্যাল্লো ক্যাপ্টেন ! মার্লিনস্পাইক হল্ থেকে বলছি । এক্ষুনি পুলিশ নিয়ে এখানে এসো। না না গ্রিস নয়, মার্লিনস্পাইক !
ফোন নামাও !
স্টার্লিংবাইট ? হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...
মার্লিনস্পাইক !
কী ? মার্টিনবাইক ? হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...

মার্লিনস্পাইক হল্ ! ক্যাপ্টেন, মার্লিনস্পাইক
হ্যাল্লো ক্যাপ্টেন, শুনতে পাচ্ছ ? আমি মার্লিনস্পাইক থেকে বলছি !
কী ? মার্জিনহাইট? যাচ্চলে, লাইন যে কেটে গেল !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
নেস্টরের গলা !
লাইন কেটে গেছে !
না-পালালে বিপদে পড়ব !
ঘর থেকে বেরোলেই ধরব !

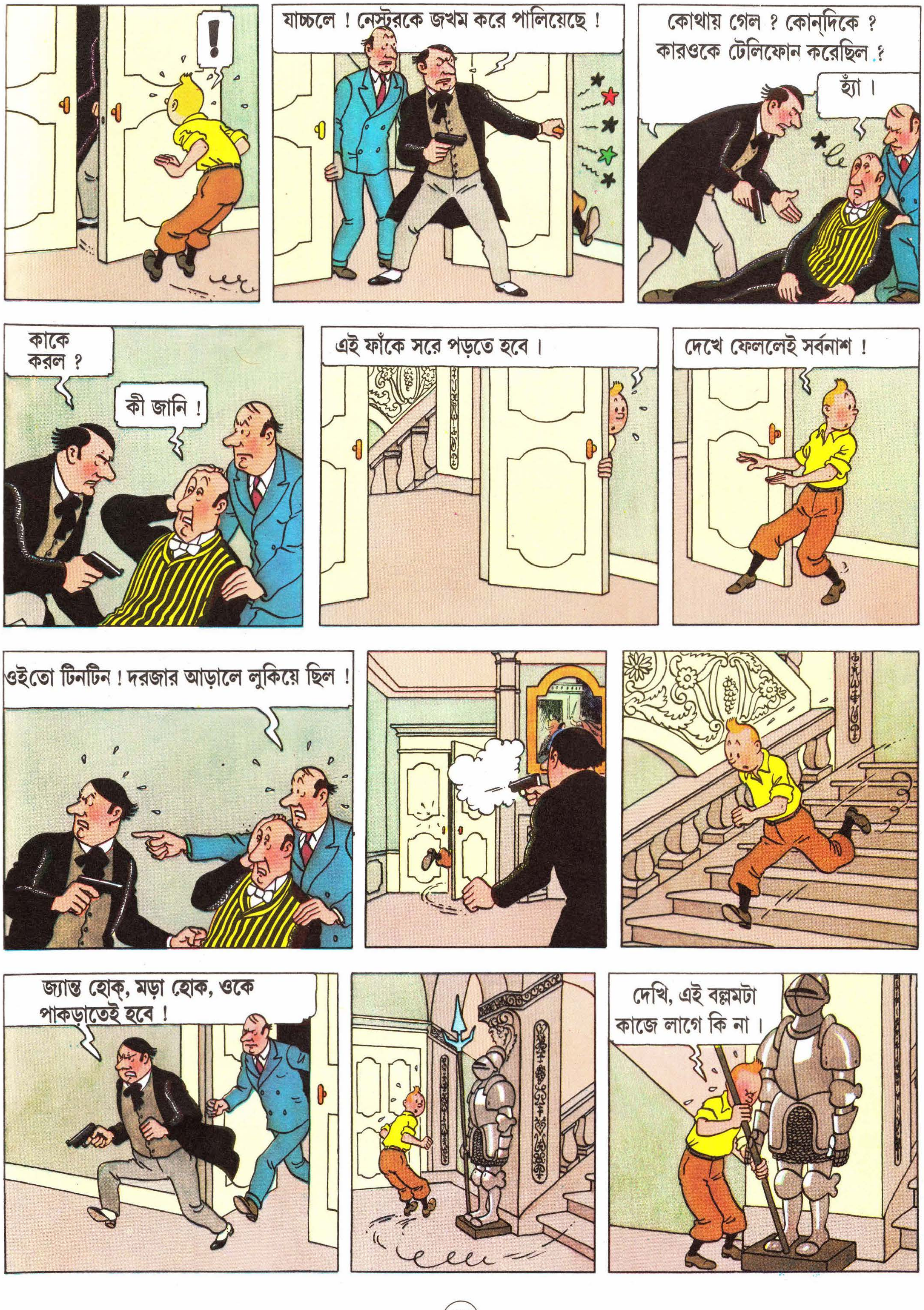

যাচ্চলে ! নেস্টরকে জখম করে পালিয়েছে !
কোথায় গেল ? কোন্‌দিকে ? কারওকে টেলিফোন করেছিল ?
হ্যাঁ ।
কাকে করল ?
কী জানি !
এই ফাঁকে সরে পড়তে হবে ।
দেখে ফেললেই সর্বনাশ !
ওইতো টিনটিন ! দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল !
জ্যান্ত হোক, মড়া হোক, ওকে পাকড়াতেই হবে !
দেখি, এই বল্লমটা কাজে লাগে কি না ।

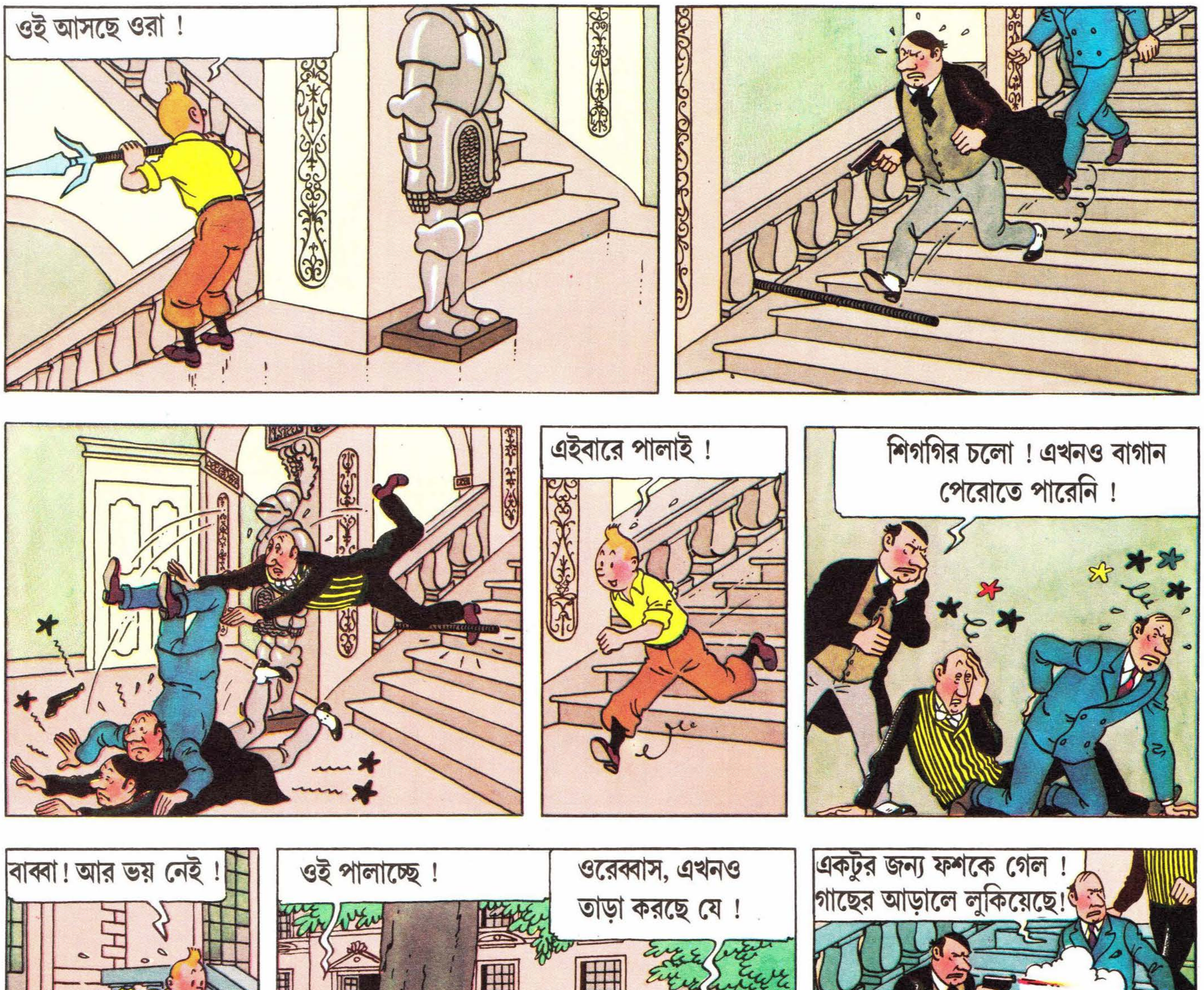
ওই আসছে ওরা !
এইবারে পালাই !
শিগগির চলো ! এখনও বাগান পেরোতে পারেনি !
বাব্বা ! আর ভয় নেই !
ওই পালাচ্ছে !
ওরেব্বাস, এখনও তাড়া করছে যে !
একটুর জন্য ফশকে গেল ! গাছের আড়ালে লুকিয়েছে!
শিগগির বাঘাকুত্তাটাকে নিয়ে এসো !
এক্ষুনি আনছি ।
বাব্বা ! কত বড় বাগান !
ঘেউ ! ঘেউ !
!
বুঝলি বাঘা, খুঁজে বার করাই চাই !

গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে যা !
নিশ্চয় হদিশ পেয়েছে !
ঘেউ ! ঘেউ !
জোর বেঁচেছি !
একেই বলে বরাত !

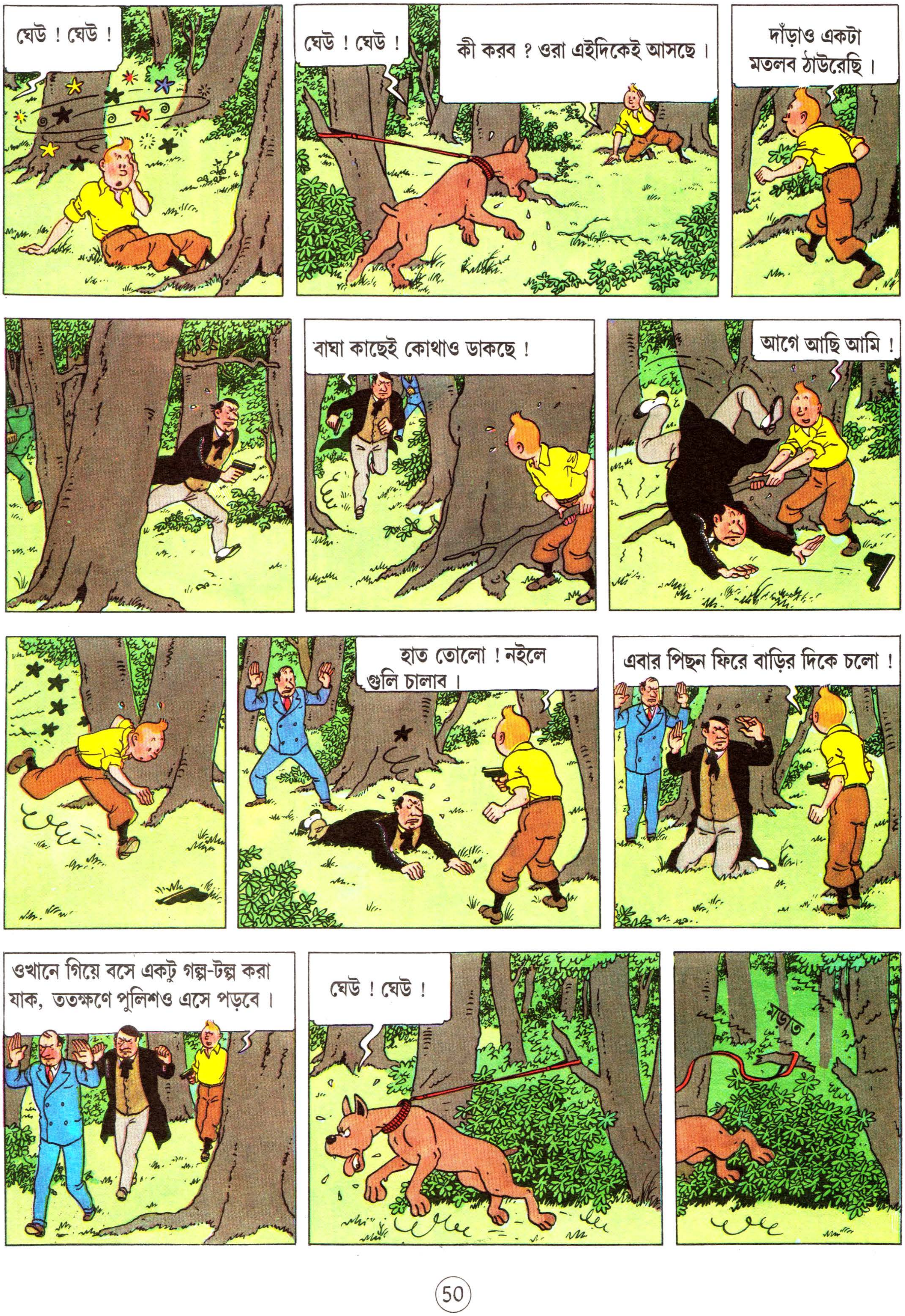
ঘেউ ! ঘেউ !
ঘেউ ! ঘেউ !
কী করব ? ওরা এইদিকেই আসছে ।
দাঁড়াও একটা মতলব ঠাউরেছি ।
বাঘা কাছেই কোথাও ডাকছে !
আগে আছি আমি !
হাত তোলো ! নইলে গুলি চালাব ।
এবার পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলো !
ওখানে গিয়ে বসে একটু গল্প-টল্প করা যাক, ততক্ষণে পুলিশও এসে পড়বে ।
ঘেউ ! ঘেউ !
মড়াৎ !

নেস্টরের কী হল ?
নির্ঘাত পালিয়েছে !
নিঃশব্দে এগোও !
ঘেউ ! ঘেউ !
?
ঘেউ ! ঘেউ !
দে ! কামড়ে দে !
?
ঘেউ ! ঘেউ !
?
কুকুরটাকে আটকে রাখো ! নইলে তোমাদেরই গুলি করব ।
কুকুর লেলিয়ে দিলেই গুলি করব ।
আরে, চেঁচাচ্ছিস কেন ? শান্ত হ ।
নাও, এবারে বাড়ির দিকে চলো ।
ঘেউ ! ঘেউ !
আরে, কর্তারা দেখছি বিপাকে পড়েছেন !

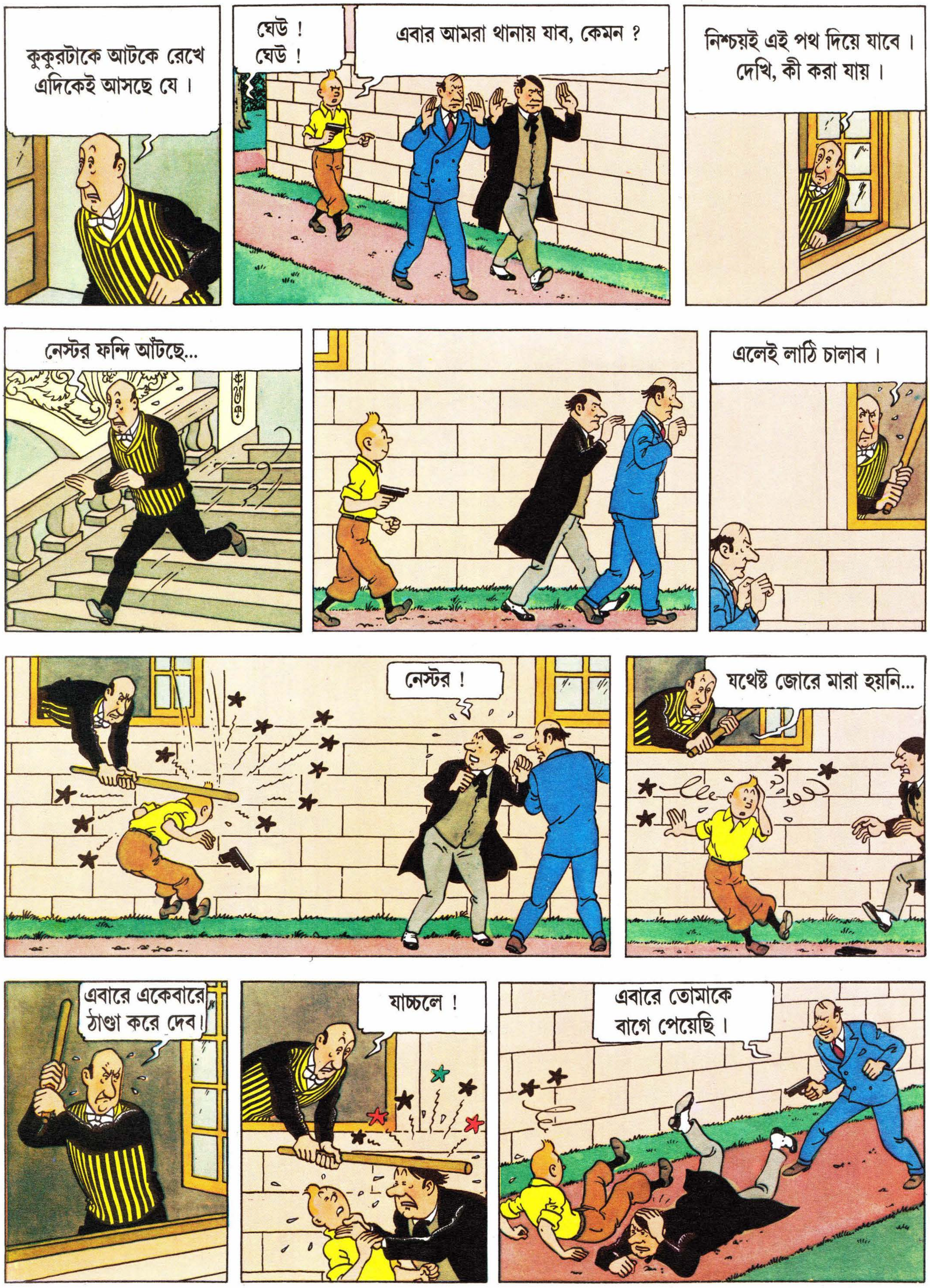

কুকুরটাকে আটকে রেখে এদিকেই আসছে যে ।
ঘেউ ! ঘেউ !
এবার আমরা থানায় যাব, কেমন ?
নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে যাবে । দেখি, কী করা যায় ।
নেস্টর ফন্দি আঁটছে...
এলেই লাঠি চালাব ।
নেস্টর !
যথেষ্ট জোরে মারা হয়নি...
এবারে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব !
যাচ্চলে !
এবারে তোমাকে বাগে পেয়েছি ।

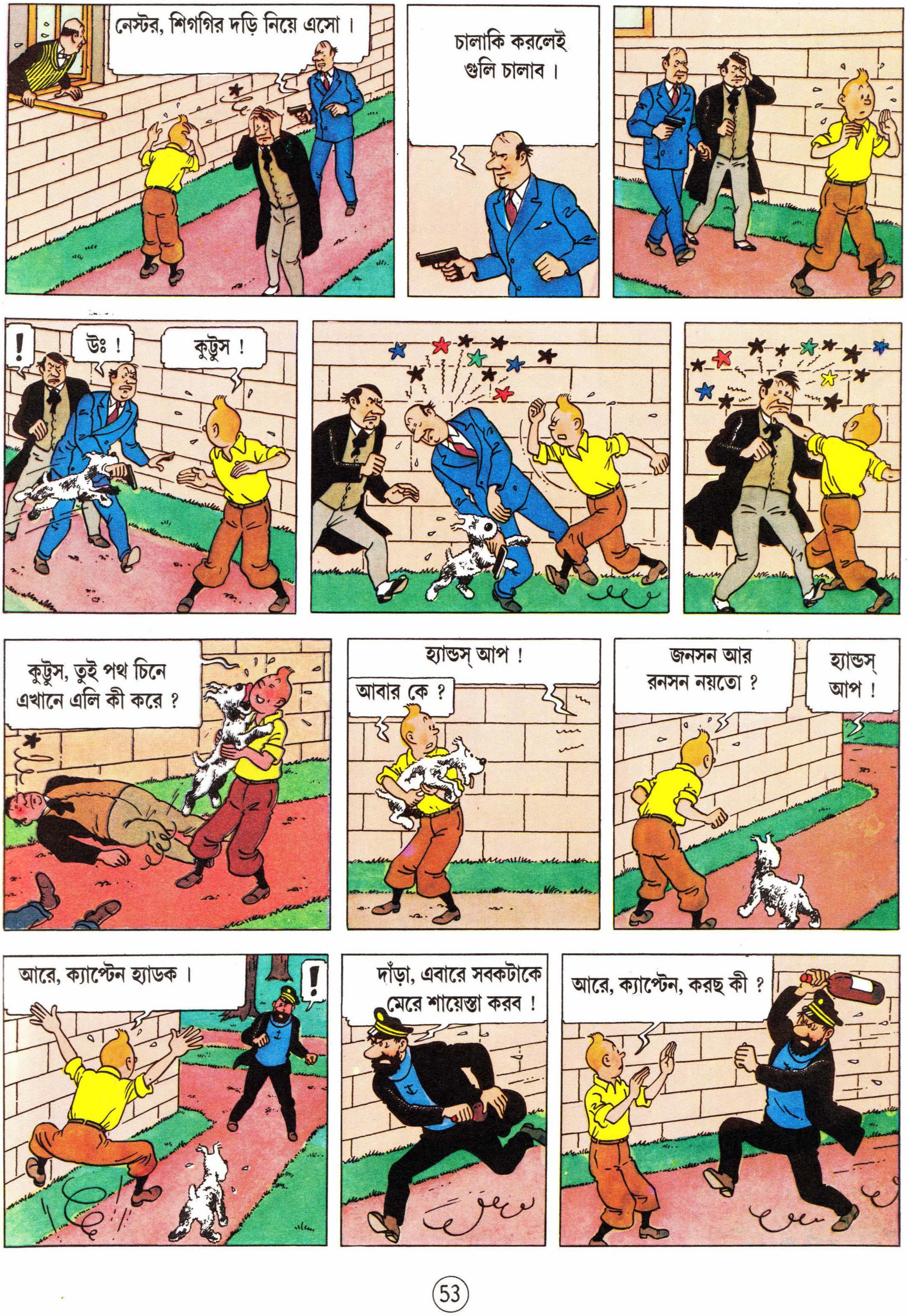

নেস্টর, শিগগির দড়ি নিয়ে এসো ।
চালাকি করলেই গুলি চালাব ।
!
উঃ !
কুট্টুস !
কুট্টুস, তুই পথ চিনে এখানে এলি কী করে ?
হ্যান্ডস্ আপ !
আবার কে ?
জনসন আর রনসন নয়তো ?
হ্যান্ডস্ আপ !
আরে, ক্যাপ্টেন হ্যাডক ।
!
দাঁড়া, এবারে সবকটাকে মেরে শায়েস্তা করব !
আরে, ক্যাপ্টেন, করছ কী ?

?
নে, এইবারে ঠ্যালা বোঝ।
আর-একটু হলেই লোকটা গুলি চালাত।
আরে, আমার কী দোষ ? আমাকে গ্রেফতার করেছেন কেন ?
এই যে, মানিকজোড় এসে গেছে !
গ্রেফতার করতে হয় ওকে করুন। ওই তো এখানে ঢুকে আমার মালিকদের মারপিট করছিল।
নেস্টরের দোষ নেই। ওর মালিকদের কথায় ও আমাকে ভুল বুঝেছে !
তা হলে তোমার মালিকরাই হচ্ছে আসল শয়তান।
এবং এই হচ্ছে তাদের গ্রেফতার করবার ওয়ারেন্ট।
আরে, আমার মানিব্যাগ।
ওই তো তোমার মানিব্যাগ !
অর্থাৎ পকেটমার সুবিধে করতে পারেনি।
সেই পকেটমার কি ধরা পড়েছে ?
এখনও পড়েনি, তবে পড়বে।
ডাইং ক্লিনিংয়ের লোকরা জানাল যে, তার নাম অ্যারিসটাইডিস সিল্‌ক। কিন্তু তাকে ধরবার আগেই বার্ড-ভায়াদের ধরবার জন্যে আমাদের এখানে পাঠানো হল।
দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! আগে আমার কথা শোনো।

টিনটিন ঠিকই বলেছে, এ-লোকটার দোষ নেই। একে ছেড়ে দাও। এ বরং আমাদের জন্যে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসুক।
তোমাকে ছেড়ে দিলুম। তোমার মালিকদের হাতে এই হাতকড়া পরাব।
যাও নেস্টর, কিছু চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিয়ে এসো!
কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি এখানে এলে কী করে?
বলছি, বলছি।
তোমার ফোনের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি! তারপরেই হাসপাতাল থেকে একটা ফোন আসে...
আহত লোকটি সুস্থ হয়ে জানায় যে, মার্লিনস্পাইকের বার্ড-ব্রাদার্স তাকে গুলি করেছিল। বাস্, তখুনি তোমার ফোনের মর্ম আমি বুঝতে পারি।
তখন তো আর নষ্ট করবার মতো সময় নেই। পুলিশকে চটপট খবর দিয়ে আমি এখানে চলে আসি।
দুম! উঃ!
দুম!
আঃ!
?
?
বদমাস দুটোকে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে আসা আমাদের উচিত হয়নি।
দ্যাখো! ওই একজন পালাচ্ছে! ওই মোড় ঘুরল!
ওটাই সবচেয়ে পাজি! পালাতে না পারে!
ব্রররর...
ব্রররর
একটা গাড়ি! স্টার্ট নিচ্ছে!

!
!
বাঁদর...কুমির....প্যাঁচা...হিপোপটেমাস !
যাঃ ! পালিয়েছে !
অন্যটার ব্যবস্থা পরে হবে ! আগে চলো, ওদের সাহায্য করি ।
আমিও আসছি টিনটিন !
এইবারে ধরেছি!
এবারে সব কথা খুলে বলো তো...
কিচ্ছু বলব না !
সম্ভবত তুমি জানো না যে, গুলি-খাওয়া লোকটা তোমাদের নাম ফাঁস করে দিয়েছে !
তার মানে সে মরেনি ?
বেশ, তা হলে বলছি । এই বাড়িটা কেনবার পর এর চিলেকোঠায় আমরা একটা মডেল-জাহাজ দেখতে পাই ।
ইউনিকর্ন ?
মডেলটার মাস্তুলের মধ্যে ছিল একটা চিরকুট । আমার ভাই ম্যাক্স বুঝতে পারে, সেটা গুপ্তধনের সংকেত । কিন্তু তাতে তিনটে মডেলের কথা ছিল । বাকি দুটো আমরা খুঁজতে লেগে যাই ।
আমাদের এজেন্টদের জানিয়ে দিই, বাকি দুটো মডেল খুঁজে বার করতে হবে । বার্নাবি বলে একটা লোক এসে জানায়, পুরনো বাজারে ওইরকমের একটা মডেল সে দেখেছে । কিন্তু তার আগেই একজন ছোকরা সেটি কিনে নিয়েছিল । বার্নাবিকে সে সেটা বিক্রি করতে চায় না...
বাস্ বাস্, বাকিটা আমরা জানি । নিশ্চয় এই বার্নাবিকেই আমার মডেলটা তুমি চুরি করতে পাঠিয়েছিলে । মডেলের মধ্যে চিরকুট না-পেয়ে সে ফিরে এসে আমার কাগজপত্র হাঁটকায়।
তারপর ? বলছি !
কিন্তু তারপর ?

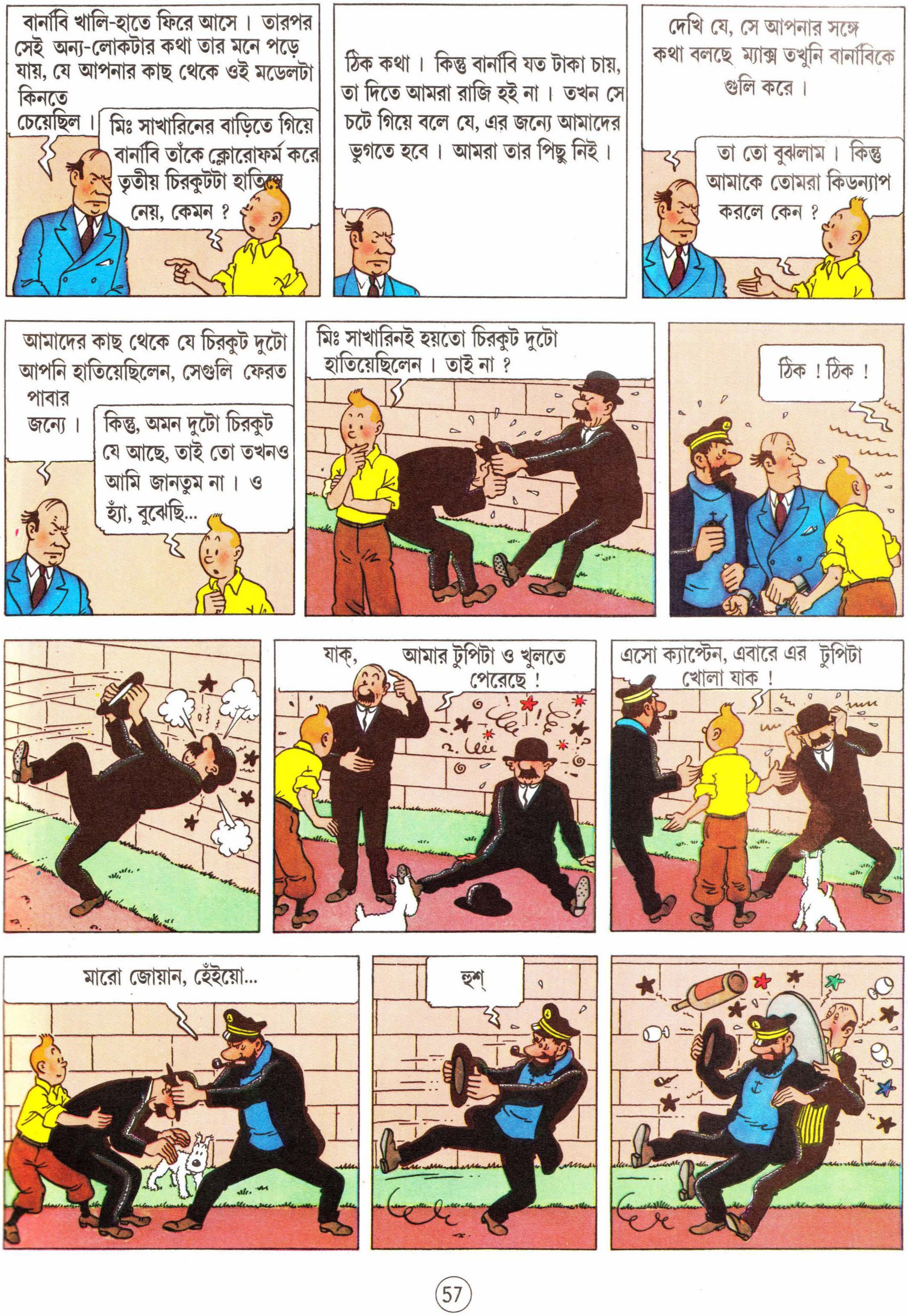
বার্নাবি খালি-হাতে ফিরে আসে । তারপর সেই অন্য-লোকটার কথা তার মনে পড়ে যায়, যে আপনার কাছ থেকে ওই মডেলটা কিনতে চেয়েছিল ।
মিঃ সাখারিনের বাড়িতে গিয়ে বার্নাবি তাঁকে ক্লোরোফর্ম করে তৃতীয় চিরকুটটা হাতিয়ে নেয়, কেমন ?
ঠিক কথা । কিন্তু বার্নাবি যত টাকা চায়, তা দিতে আমরা রাজি হই না । তখন সে চটে গিয়ে বলে যে, এর জন্যে আমাদের ভুগতে হবে । আমরা তার পিছু নিই ।
দেখি যে, সে আপনার সঙ্গে কথা বলছে, ম্যাক্স তখুনি বার্নাবিকে গুলি করে ।
তা তো বুঝলাম । কিন্তু আমাকে তোমরা কিডন্যাপ করলে কেন ?
আমাদের কাছ থেকে যে চিরকুট দুটো আপনি হাতিয়েছিলেন, সেগুলি ফেরত পাবার জন্যে ।
কিন্তু, অমন দুটো চিরকুট যে আছে, তাই তো তখনও আমি জানতুম না । ও হ্যাঁ, বুঝেছি...
মিঃ সাখারিনই হয়তো চিরকুট দুটো হাতিয়েছিলেন । তাই না ?
ঠিক ! ঠিক !
যাক্, আমার টুপিটা ও খুলতে পেরেছে !
এসো ক্যাপ্টেন, এবারে এর টুপিটা খোলা যাক !
মারো জোয়ান, হেঁইয়ো...
হুশ্

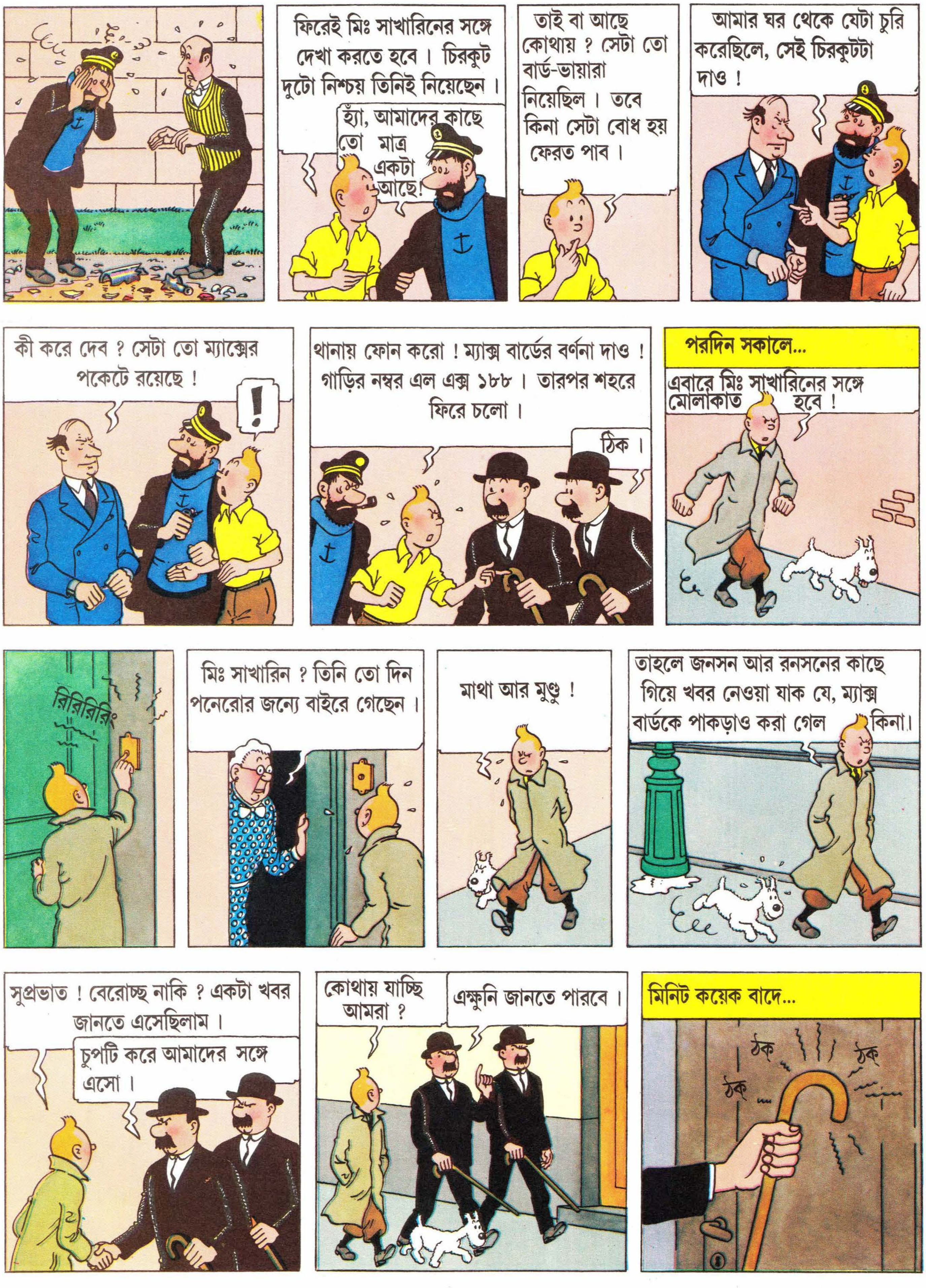
ফিরেই মিঃ সাখারিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে । চিরকুট দুটো নিশ্চয় তিনিই নিয়েছেন ।
হ্যাঁ, আমাদের কাছে তো মাত্র একটা আছে!
তাই বা আছে কোথায় ? সেটা তো বার্ড-ভায়ারা নিয়েছিল । তবে কিনা সেটা বোধ হয় ফেরত পাব ।
আমার ঘর থেকে যেটা চুরি করেছিলে, সেই চিরকুটটা দাও !
কী করে দেব ? সেটা তো ম্যাক্সের পকেটে রয়েছে !
!
থানায় ফোন করো ! ম্যাক্স বার্ডের বর্ণনা দাও ! গাড়ির নম্বর এল এক্স ১৮৮ । তারপর শহরে ফিরে চলো ।
ঠিক ।
পরদিন সকালে...
এবারে মিঃ সাখারিনের সঙ্গে মোলাকাত হবে !
রিরিরিরিং
মিঃ সাখারিন ? তিনি তো দিন পনেরোর জন্যে বাইরে গেছেন ।
মাথা আর মুণ্ডু !
তাহলে জনসন আর রনসনের কাছে গিয়ে খবর নেওয়া যাক যে, ম্যাক্স বার্ডকে পাকড়াও করা গেল কিনা।
সুপ্রভাত ! বেরোচ্ছ নাকি ? একটা খবর জানতে এসেছিলাম ।
চুপটি করে আমাদের সঙ্গে এসো ।
কোথায় যাচ্ছি আমরা ?
এক্ষুনি জানতে পারবে ।
মিনিট কয়েক বাদে...
ঠক ঠক ঠক

আপনিই মিঃ অ্যারিস্টাইডিস সিল্ক ?
হ্যাঁ ।
আপনাকে আমি গ্রেফতার করলুম ।
গ্রেফতার ? আমাকে ?
হ্যাঁ, আপনাকে ! আপনি একটি চোর !
আমি চোর ? আমি একজন রিটায়ার্ড সরকারি অফিসার ।
তা হলে, মিঃ সিল্ক, এ-সবের অর্থ কী ?
আর বিগসের মানিব্যাগ তারিখ ২০-৫-৫৮
PAST
পকেটমারার কৌশল
27-4-58
ছিনতাইয়ের কৌশল
28-4-58
মানে...আমি ঠিক পকেটমার নই...এ হচ্ছে আমার একটা রোগ...মানে মালিকের নাম লিখে, তারিখ লিখে, সব একেবারে বর্ণানুক্রমিকভাবে আমি সাজিয়ে রাখি...আর...
এই হচ্ছে আমার সংগ্রহ...
বিশ্বাস করুন, এমন সংগ্রহ পৃথিবীতে আর কারও নেই । অথচ, মাত্র তিন মাসে আমি এই বিপুল সংগ্রহ গড়ে তুলেছি ।
আশ্চর্য !
কে জানে, ম্যাক্স বার্ডের মানিব্যাগটাও এখানে মিলবে কি না...
হুররে ! পেয়েছি !
ম্যাক্স বার্ডের মানিব্যাগ তারিখ ১-৫-৫৮
আর এই হচ্ছে দুই চিরকুট ! তবে তো লাল বোম্বেটের গুপ্তধন আমরা পাবই !

চললুম ! 'জ' অক্ষরটাও একবার দেখে নেবেন !
'জ' অক্ষর ? তার মানে ?
'জ' অক্ষরের মানে কী রে, বাবা !
আরে, এটা তো দেখছি আমার !
'রনসনের মানিব্যাগ' ! মানে এটা তোমার !
রনসনের মানিব্যাগ...রনসনের মানিব্যাগ... রনসনের মানিব্যাগ...রনসনের মানিব্যাগ...রনসন রনসন...রনসন...
পরদিন...
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় ! তৃতীয় চিরকুটটা কোথায় ?
তাই তো !
রিরিরিং... রিরিরিং... রিরিরিং
আমি টিনটিন ! কী ? গ্রেফতার করেছেন ।
মানে, আমরাই তো খবর দিয়েছিলুম, তারই জোরে ওকে ধরতে পারা গেছে !
তৃতীয় চিরকুটটা ওর কাছে পাওয়া গেল ?
হ্যাঁ পেয়েছি । তোমার কাছে সেটা নিয়ে আসছি । কিন্তু তার আগে ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিতে চাই ।
?
রনসন, আমার লাঠিটা একবার ধরো দেখি ।

তিন ভাই... তিন জাহাজ...
দুপুর বেলায় যাত্রা.. সূর্য পথ
বাতলায়... আলো থেকেই আসে
আলো... তাতেই আঁধার কাটে...
20 7 7 5 N.
ঈগেল ক্রস্ +
না না, আর আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না । ও-সব গুপ্তধনে আমার দরকার নেই ! যত্ত সব আজেবাজে ব্যাপার ! কী মানে হয় ও-সব কথার ?
ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে পেরেছি !
“আলো থেকেই আসে আলো” ! বুঝলে চিরকট তিনখানাকে পরপর সাজিয়ে আলোর সামনে ধরা যাক !
এবারে দ্যাখো ! বুঝতে পারছ ?
হুঁহুঁ, বুঝেছি ! বুঝেছি !
তিন ভাই... তিন জাহাজ...
দুপুর বেলায় যাত্রা... সূর্য পথ
বাতলায়... আলো থেকেই আসে
আলো... তাতেই আঁধার কাটে
20 37 42 N. 70 52 15 W.
ঈগেল ক্রস্ +

দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখার নিশানা !
তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, জাহাজটা কোথায় ডুবেছিল !
তা হলে রওনা হচ্ছি কবে
সেটাই হচ্ছে কথা !
প্রথমে একটা জাহাজ চাই ! আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন চেস্টারের একটা ট্রলার আছে, সেটা ভাড়া নিতে পারি ! তারপর চাই মাঝিমাল্লা, ডুবুরির পোশাক, অন্যান্য সরঞ্জাম ! তা এ-সব জোগাড় করতে মাসখানেক তো লাগবেই !
তারপরেই আমরা যাব গুপ্তধনের সন্ধানে !
তোমরা সবাই তৈরি থাকো, খুব শিগগিরই বেরুচ্ছে আমাদের নতুন অ্যাডভেঞ্চার লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
- HERGÉ -

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742